পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৬-২০০৭

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	
২।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম	১
৩।	সাংগঠনিক কাঠামো	৫
৪।	**অধীনস্থ দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ**	৬
৫।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৭
৬।	সমবায় অধিদপ্তর	১৮
৭।	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড),কুমিল্লা	২৫
৮।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	৩১
৯।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের বিবরণ	৩৪
১০।	রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ	৩৮

ভূমিকা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন,সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিংকে উৎসাহদান,পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবনীমূলক ও প্রযোগধর্মী কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ও একাডেমীসমূহ দায়িত্ব পালন করছে ।

বর্তমান সরকার দারিদ্র বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে । দেশের হতদরিদ্র জনগণকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বর্তমান সরকার পদ্ধপরিকর। দেশকে দারিদ্রমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সুষ্ঠুনীতিমালা প্রণয়ন,কার্যক্রম গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এই বিভাগ পল্লী জনসাধারণের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ সরকারের গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নপূর্বক পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন প্রবাহে ব্যাপক পরিবর্তনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে এই বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পল্লী উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গৃহীত কার্যক্রমে পল্লী জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সমৃদ্ধির চিত্র দৃশ্যমান । এই প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আনোয়ারুল ইকবাল এই প্রয়াসে সর্বাত্মক নির্দেশনা দিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন বলে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । সেই সাথে এই বিভাগের যারা এ প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ।

(আ.ত.ম. ফজলুল করিম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মূলতঃ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লীর জনগণের আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণাসহ পল্লী উন্নয়ন সংশিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে ।

মুখ্য কার্যক্রমঃ

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময় অর্থাৎ বিগত ০১/০১/২০০৪ তারিখে পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Allocation of Business সংশোধন করা হয় । Allocation of Business অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মুখ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ-

(১) পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রনয়ণ;

(২) সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রনয়ণ;

(৩) পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন;

(৪) ক্ষুদ্রঋণ এর মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষিঋণ, সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, সমবায় ব্যাংক, সমবায় ইন্সুরেন্স, সমবায় ভিত্তিক বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় এন্টারপ্রাইজ;

(৫) সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;

(৬) প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের জন্য সুবিধাজনক মডেল উদ্ভাবন, সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তাকরণ;

(৭) বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের প্রশাসন;

(৮) অত্র বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন;

(৯) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমন্বয়;

(১০) জাতীয় সমবায় পুরস্কার এবং পল্লী উন্নয়ন পুরস্কার;

(১১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন;

(১২) সিরডাপ, নেডাক, এএআরডিও, আইসিও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ;

(১৩) অত্র বিভাগের সংগে সংশিষ্ট সকল আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ।

(১৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনাসভা, সংলাপ এর আয়োজন করা;

(১৫) অত্র বিভাগের সাথে সংশিষ্ট যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান সংরক্ষন;

(১৬) আদালতের ফি ব্যতিত অত্র বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ফি আদায় ।

২০০৬-২০০৭ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১। চর জীবিকায়ন কর্মসূচি ঃ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫% চরাঞ্চলে বাস করে যাদের শতকরা ৮০% চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে। বর্তমান সরকার চরাঞ্চলসহ দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। এ প্রেক্ষাপটে ব্রক্ষপুত্র ও যমুনা নদী বিধৌত চরাঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় ১৫০টি ইউনিয়নে "চর জীবিকায়ন কর্মসূচি" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৮ই আগষ্ট, ২০০৪ এ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া চত্বরে এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রকল্পটি ব্রিটিশ সরকারের (ডিএফআইডি) ৪৬৫.৭২ কোটি টাকা অনুদানসহ মোট ৪৭৫.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ বছর (জুলাই ২০০৩ হতে জুন ২০১১) মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। কর্মসূচীটি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর থেকে শুরু হলেও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার কারণে মাঠ পর্যায়ের কাজ মার্চ,২০০৫ হতে শুর হয়।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচির ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখ যোগ্য কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের জুন মাস পর্যন্ত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৮২৪টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, ৯১৬৬টি গরু বিতরণ, ৪৮৫২টি ছাগল/ভেড়া বিতরণ, ৫৬৯১টি মুরগী বিতরণ,৩৪৫৭১টি বৃক্ষ রোপন, মাৎস্য চাষের জন্য ৭০১৭০০টি মাছের পোনা বিতরণ, দরিদ্র চরবাসীর মোট ২০৯৪৪টি বাড়ী ঘর উঁচু করা, উন্নতর স্বাস্থ্য সেবার জন্য ২৩২৩৩টি জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, ৬২৩টি নলকূপ স্থাপন, ১১টি স্কুল/মাদ্রাসা নির্মাণ এবং যোগাযোগের সুবিধা উন্নতর করার লক্ষ্যে প্রায় ১২১ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২৭০১৯ টি পরিবারকে উন্নত জাতে বীজ বিতরণ ও ২৭৬৭৭ জন ক্ষুদ্র চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া পশু পালন/ গরু মোটা তাজা করনে ২৮৭৬০ জন কে এবং মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ১৯৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের চরাঞ্চলের জনগণের দারিদ্র্যতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে চলছে।

২। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ) বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী(সিভিডিপি)-শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন মডেল প্রকল্প। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচেছ প্রতিটি গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত গ্রামবাসীদের গ্রামভিত্তিক একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে স্বচেষ্টায় ও আত্ম-নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সকল পরিবারের যুব-কিশোর, মহিলা ও পুরুষদের যোগ্যতা ও ঝোক অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে আয়-উপার্জন বৃদ্ধিকল্পে আত্ম-কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন। প্রকল্পটি জুন, ২০০৫ সালে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির সফলতা দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার প্রকল্পটি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হতে ৩ বছর মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ) বগুড়া, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(বিআরডিবি) এবং সমবায় অধিদপ্তর এই চারটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সারা দেশে বৃহত্তর আকারে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃক ১৯৭৫সাল থেকে এক গ্রাম এক সংগঠন ধারনার ভিত্তিতে পরীক্ষামুলকভাবে গৃহীত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) বর্তানে দেশের ২১টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন। তম্মধ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন এ্যাডেমী (বার্ড) নিম্নোক্ত ৪টি উপজেলায় সিভিডিপির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
১)কুমিল্লা সদর ২) বুড়িচং ৩) সিলেট সদর গ) সোনারগাঁ।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড ঃ

গ্রামের সকল শ্রেণীর - পেশার জনগোষ্ঠীকে একটি সমবায় কাঠামোর আওতায় সংগঠিত করা এবং আর্থ সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সাবিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনে সহায়তা প্রদান। কর্মসূচীর প্রধান প্রধান কর্মকান্ড হলোঃ (ক) গ্রাম নির্বাচন, (খ) পরিবার সদস্য ভিত্তিক আর্থ সামাজিক জরিপ সম্পাদন, (গ) মূলধন এবং (ঘ) কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও উপকারভোগীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান। বিলম্বে অর্থ প্রাপ্তির কারণে ২০০৫-২০০৬ সালের নির্ধারিত সকল কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প ছকের আলোকে কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজে সংশ্লিষ্ট জেলা - উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের (এডিসি, ডিসিও, ইউএনও ও এপিডি) অবহিতকরণ কোর্স ও জেলা - উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠন মূলক বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উক্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। ২০০৬-২০০৭ সালে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পুর্নোদ্দমে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়। সিসভিডিপি প্রকল্পের (বার্ড অংশ) ২০০৬-২০০৭ সালের কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

কর্মকান্ড	২০০৬-২০০৭	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
গ্রাম নির্বাচন (সংখ্যা)	২০০	২০০
গ্রাম জরিপ সংখ্যা	২০০	২০০
সমিতি গঠন সংখ্যা	২০০	২০০
পরিবার অর্ন্তভূক্তি (জন)	১৫০০০	১২২৩০
সদস্য অর্ন্তভূক্তি (জন)	১৫০০০	১৯৪৮৮
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১০৫.২৬	৬৭.৫৮
শেয়ার আমানত জমা (লক্ষ টাকা)	২.৪০	৩৫.১৯

আর্থিক কার্যক্রম ঃ

কার্যক্রম	২০০৬-২০০৭			
	বাজেট বরাদ্দ	বাজেট বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বেতন ও ভাতাদি	১২.২৫ (১৩ জন)	২৭.৬০ (২৬ জন)	২৭.৬০ (২৬জন)	২৪.১৫
প্রশিক্ষণ তৎসম্পর্কিত (জন)	১৪.৫০ (৭৬২ জন)	১৬৪.৭০ (৭৫৩১৫ জন)	১২৪.৩০	১০৭.৩০ (৩৭৭৪৩ জন)
ওভারহেড ব্যয়	৪.০০	৯.১৬	৯.১৬	১০.৮৫
মোট ঃ	৩০.৭৫	২০০.০০	১৫০.০০	১৪২.৩০

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের (সমবায় অংশ)

সমবায় অধিদপ্তর ঃ

সিভিডিপি প্রকল্প-সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০০৫ হতে শুরু হলেও সমবায় অধিদপ্তর অংশে এর কাজ মূলতঃ জানুয়ারি,২০০৭ ইং হতে শুরু হয়। জানুয়ারি,২০০৭ ইং হতে জুন,২০০৭ ইং পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম নিম্নরুপ ঃ

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে আনুষাঙ্গিক খাতে ০.২৫ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি । ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরে জুন,২০০৬ ডিসেম্বর,২০০৬ ইং পর্যন্ত তেমন কার্যক্রম হয়নি। জানুয়ারি,২০০৭ ইং থেকে জনবল নিয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । মোট ৫৩.৭৩ লক্ষ টাকা এ বৎসর ব্যয় করা হয় এবং নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয় ঃ

ক্রঃ নং-	অংগসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি
১	২	৩	৪
০১.	গ্রাম নির্বাচন	৫২৫	৫২৫
০২.	সমিতি সংগঠন	৫২৫	৪২০
০৩.	সমিতি নিবন্ধন	৫২৫	১২০
০৪.	শেয়ার মূলনধ(লক্ষ টাকা)	-	১৬.১৬
০৫.	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)	-	২৩.৩৬
০৬.	সদস্য সংখ্যা (জন)	২৭০০০	১২৮৯০
০৭.	পরিবার অন্তর্ভূক্তির সংখ্যা	২৭০০০	১১৬৭৩
০৮	জনবল নিয়োগ	৩৩	৩১
০৯.	প্রশিক্ষণ (জন)	১৪৫৪২	৩৯৪২
১০.	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪০.৩২	২০.৮৮
১১.	গ্রাম কর্মী নিয়োগ (জন)	৭০০	৬৮০
১২.	গ্রাম কর্মী ভাতা	২১.০০	২০.০২

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (বিআরডিবির অংশ)ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড নিম্নোক্ত ছয়টি উপজেলায় সিভিডিপির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ঃ-

(ক) মধুখালী,ফরিদপুর (খ) ঝালকাঠি সদর,ঝালকাঠি (গ) পত্নী তলা,নওগাঁ (ঘ) পাইকগাছা,খুলনা

(ঙ) বীরগঞ্জ, দিনাজপুর (চ) শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ।

২০০৬-২০০৭ সালে প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী পুর্নোদ্দমে সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। সিভিডিপি প্রকল্পের (বিআরডিবি অংশ) ২০০৬-২০০৭ সালের কার্যক্রম নিম্নরুপ ঃ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মূচী (সিভিডিপি) (বিআরডিবি অংশের) অগ্রগতির প্রতিবেদন জুন/০৭ পর্যন্ত
সাংগঠনিক কার্যক্রম ঃ

কর্মকান্ড	২০০৬-২০০৭	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
গ্রাম নির্বাচন	৪৫০	৪৫০
গ্রাম জরিপ	৪৫০	২৪০
সমিতি গঠন	২৪০	২৩৪
পরিবার অর্ন্তভূক্তি	২৪০০০	১১২০০
সদস্য অর্ন্তভূক্তি	২৪০০০	১১৫৪০
সঞ্চয় জমা	১২০.০০ (লক্ষ টাকা)	১৪.৩৮ (লক্ষ টাকা)
শেয়ার আমানত জমা	৭.২০ (লক্ষ টাকা)	৪.১০ (লক্ষ টাকা)

আর্থিক কার্যক্রম ঃ

কার্যক্রম	২০০৬-২০০৭		
	বাজেট বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বেতন ও ভাতাদি	২৭.০০ (২৮ জন)	২৭.০০ (২৮জন)	২০.৫১ (২৭ জন)
প্রশিক্ষণ তৎসম্পর্কিত	১১৪.৭০ (৩৯৯১৪ জন)	১১৪.৭০ (৩৯৯১৪ জন)	১০৪.৫৫ (২৬৯২১ জন)
ওভারহেড ব্যয়	১৩.০০	১৩.০০	৫.৬৪
মোট ঃ	১৫৪.৭০	১৫৪.৭০	১৩০.৭০

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর (আরডিএ অংশ) প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০০৬-২০০৭

১। গ্রাম নির্বাচন ঃ আরডিএ অংশে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ২০০টি গ্রাম নির্বাচন সম্পন্ন করে সমবায় সমিতি গঠন করা হয় । অর্থাৎ জুন,২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০টি যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০%। গ্রাম নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে মধ্যম শ্রেণীভূক্ত এবং নিবিড় ফলোআপের সুবিধার্থে ক্লাস্টারভিত্তিক গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে । এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড মেম্বার এবং গ্রামবাসীদের আগ্রহ ও উৎসাহকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া উপজেলা সমবায় দপ্তর,ইউসিসিএ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে মত বিনিময় করে চূড়ান্ত ভাবে গ্রাম নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে ।

২। পরিবার ভুক্তি ঃ

সারণী-১ ঃ উপজেলা ভিত্তিক পরিবারভূক্তি (সংখ্যা)

উপজেলার নাম	মোট পরিবার সংখ্যা	জুন ২০০৬ পর্যন্ত পরিবারভূক্তি	২০০৬-০৭ সালে পরিবারভূক্তি	
			পরিকল্পনা	বাস্তবায়ন
শেরপুর	৯৮৭৪	১২০৯	৩৭৫০	২০৮৬
মিরপুর	১৪২৮৮	২৭২০	৩৭৫০	৩৬২৮
সাদুল্যাপুর	১২৫৫৮	১২৩৯	৩৭৫০	৩১৮৯
ঝিনাইদহ	১০২৮৪	১৮৪৫	৩৭৫০	৩০২১
মোটঃ	৪৭০০৪	৭০১৩	১৫০০০	১১৯২৪

বেঞ্চ মার্ক জরীপ ২০০৬ অনুযায়ী ।

৫। সদস্য ভর্তি ।

সমিতি গঠনকালে সর্বমোট সদস্যযোগ্য লোকসংখ্যা ছিল ১৭২৫৮০ জন। তম্মধ্যে ক্রমপুঞ্জিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৫৪১ জন যা গ্রামের সদস্যযোগ্য মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬.২৫ ভাগ।

প্রতিবেদনাধীন বছরে পিপি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫০০০ সদস্য ভর্তি করা। ভর্তি হয়েছে ১৪৯৮৪ জন যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ১০১ ভাগ (সারণী-২)।

সারণী-২ঃ উপজেলা ভিত্তিক সদস্য ভর্তি (জন)।

উপজেলার নাম	মোট লোক সংখ্যা	জুন-০৬ পর্যন্ত সদস্য ভর্তি	২০০৬-০৭ সালে সদস্য ভর্তি		জুন,০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
শেরপুর	৩৫০৬৭	১৬৯৯	৩৭৫০	২৮৮৮	৪৫৮৭
মিরপুর	৫২৬১৪	৩৫৮৮	৩৭৫০	৪৬৬৩	৮২৫১
সাদুল্যাপুর	৪৫৪২৬	১৫৩০	৩৭৫০	৩৯২৪	৪৫৪৫
ঝিনাইদহ	৩৯৪৭৩	২৭৪০	৩৭৫০	৩৫০৯	৬২৪৯
মোটঃ	১৭২৫৮০	৯৫৫৭	১৫০০০	১৪৯৮৪	২৪৫৪১

বেঞ্চ মার্ক জরীপ ২০০৬ অনুযায়ী।

৬। পুঁজি গঠন

চলতি বছর পিপি লক্ষ্যমাত্রা ১০৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমিতিগুলো মোট ৭৭.৯৩ লক্ষ টাকার পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। ভর্তির অগ্রগতির যার প্রায় ৭২% তম্মধ্যে শেয়ার ১৬.১১ লক্ষ, সঞ্চয় আমানত ৫২.৩৫ ও বিবিধ ৯.৪৭ লক্ষ। জুন ২০০৭ পর্যন্ত সংগৃহীত ক্রমপুঞ্জিত পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ১১৯.৮২ লক্ষ টাকা (সারণী-৩-৫)।উল্লেখ্য যে, চলতি অর্থ বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা সদস্যরা ফেরৎ নিয়েছেন।

সারণী-৩ঃ উপজেলাওয়ারী শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)

উপজেলার নাম	জুন,২০০৬ পর্যন্ত	২০০৬-০৭ সালে বাস্তবায়ন
শেরপুর	৪.৯৫	১.৭০
মিরপুর	৫.৫৫	২.৩৫
সাদুল্যাপুর	৫.৬৬	৬.৭৮
ঝিনাইদহ সদর	৪.৯২	৫.২৮
মোটঃ	২১.০৮	১৬.১১

সারণী-৪ঃ উপজেলাওয়ারী সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)

উপজেলার নাম	জুন,২০০৬ পর্যন্ত	২০০৬-০৭ সালে বাস্তবায়ন
শেরপুর	৪.৭৫	৭.১৭
মিরপুর	৫.৭২	১৬.৪৮
সাদুল্যাপুর	৩.১৫	১৭.৫৯
ঝিনাইদহ সদর	৩.৪৮	১১.১১
মোটঃ	১৭.১০	৫২.৩৫

সারণী-৫ঃ উপজেলাওয়ারী সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)

উপজেলার নাম	জুন,২০০৬ পর্যন্ত	২০০৬-০৭ সাল	ক্রমপুঞ্জিত মোট (জুন ০৭ পর্যন্ত)
শেরপুর	০.৭৩	১.৮৭	২.৬০
মিরপুর	০.৬২	১.৯৩	২.৫৫
সাদুল্যাপুর	৪.৭২	৪.২২	৫.৯৪
ঝিনাইদহ	০.৬৪	১.৪৫	২.০৯
মোট ঃ	৬.৭১	৯.৪৭	১৩.১৮

৭। প্রশক্ষিণ ও তৎসম্পর্কিত কর্মকান্ড ঃ

মাসিক যৌথ সভা ও পর্যালোচনা সভা ঃ চলতি বছর প্রতি মাসে প্রতি ক্লাষ্টারে ১টি করে মোট ১৪৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি বছর ১২১১৬ জন মাসিক যৌথ সভায় অংশগ্রহণ করেছে যা লক্ষ্যমাত্রার

লক্ষ্যমাত্রার ১০০%। তাছাড়া উপজেলা পর্যায়ে চলমান অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক পর্যালোচনা সভাও আয়োজন করা হয়।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা ঃ ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এ কমিটির সভাপতি তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে প্রতিটি উপজেলায় ৬টি করে মোট ২৪ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা ঃ চলতি বছর সিভিডিপি, আরডিএ অংশের উদ্যোগে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এর সভাপতিত্বে প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পে নীতি নির্ধারণী ও দিক নির্দেশনামূলক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া আরডিএ, বগুড়ায় সংস্থা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণঃ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীতে ‘ ঋণ নয়, প্রশিক্ষণ ’ নীতিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঋর সরবরাহ করলে তা অধিকতর ফলপ্রসু হয়। প্রশিক্ষণণের মাধ্যমে সদস্যদের সমবায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বাড়ানোর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। সে জন্য প্রকল্পের এ পর্যায়ে প্রশিক্ষণকে আরো অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে সচেতনামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় ১৩৯৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১০২%।

সারণী-৬ ঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

নং-	কোর্সের নাম	২০০৬-০৭ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা					জুন/০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
		শেরপুর	সাদুল্যাপুর	মিরপুর	ঝিনাইদহ	মোট	
১	সমবায় আইন বিধি ও ব্যবস্থাপনা	২৩৪	২৩৫	২৩৫	২৩৫	৯৩৯	৯৩৯
২	সমবায় হিসাব রেকর্ড সংরক্ষণ	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	১২০০	১২০০
৩	হাঁস-মুরগী পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা	৫০	৫০	৫০	৫০	২০০	২০০
৪	গবাদি পশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৩০০	৩০০
৫	মৎস্য চাষ ও খামার ব্যবস্থাপনা	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৩০০	৩০০
৬	শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	৬০০	৬০০
৭	মহিলা নেতৃত্ব উন্নয়ন	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	৬০০	৬০০
৮	জনস্বাস্থ্য সচেতনতা	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	৬০০	৬০০
৯	সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৩০০	৩০০
১০	অবহিতকরণ কোর্স	৮০৩	৮০৩	৮০৪	৮০৩	৩২১৩	৩৩১৩
১১	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য/জনপ্রতিনিধি	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১২	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	১২৫	১২৫	১২৫	১২৫	৫০০	৫১৭
১৩	মাসনিকতা পরিবর্তন	১১০৩	১১০৩	১১০৩	১১০৩	৪৪১২	৪৯১২
১৪	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	২	১	১	১	৫	২২০
১৫	গ্রাম কর্মীদের প্রশিদণ	১০০	১০০	১০০	১০০	৪০০	৬০০
	মোট ঃ	৩৪৯২	৩৪৯২	৩৪৯৩	৩৪৯২	১৩৬৯৬	১৫০০১

৮। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রামের সকল জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। সমিতি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে নিচের সারণী থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণী-৭ ঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ।

কার্যক্রম	জুন/০৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসর			ক্রমপুঞ্জিত মোট অগ্রগতি
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	%	
১	২	৩	৪	৫	৬
১। হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর টিকাদান (সংখ্যা)					
ক) হাঁস-মুরগী	১২৩৯৩	৮০০০০	৫৯০০৬	৭৪	৭১৩৯৯
খ) গরু-ছাগল	৬৫৫	২০০০	১২২৯৩	৬১৫	১২৯৪৮
গ) গাভীর কৃত্রিম প্রজনন	১৮১	৩০০	১৩৪৫	৪৪৮	১৫২৬
২। শিক্ষা কার্যক্রম				০	
ক) স্কুল/বক্তবে প্রেরণ (জন)	৬২	০	৫৭০৪	০	৫৭৬৬
-ছেলে	৪২	০	৩০১৭	০	৩০৫৯
-মেয়ে	২০	০	২৬৮৭	০	২৭০৭
৩। মাছ চাষের অধীনে পুকুরের সংখ্যা				০	
ক) সদস্য পর্যায়ে মাছ চাষ	১৬২	০	৩৭১১	০	৩৮৭৩
খ) সমিতি পর্যায়ে মাছ চাষ	৫	০	১৪	০	১৯
গ) খাল/জলাশয়/অন্যান্য	০	০	১৯	০	১৯
৪। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম				০	
- জম্ম গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	৩১৮	০	১৩০	০	৩৪৮
-ইপিআইভুক্ত (জনআইডিসহ)	৩১৮	০	৬৩২	০	৯৫০
খ) পানীয় জেলর নলকূপ স্থাপন (সংখ্যা)	৩৩৫৯৮	৬০০	৫৭০	৯৫	৩৪১৬৮
গ) জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন (সংখ্যা)।	২৮৭৫১	৩০০০	২১৪৩	৭১	৩০৮৯৪
৫। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ				-	
খ) স্থয়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী (সংখ্যা)।	১১৫৭	০	১৩৬	০	১২৯৩
গ) অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী (সংখ্যা)।	১৮৬	০	৩৪৯৪	০	৩৬৮০
৬। বৃক্ষরোপন (সংখ্যা)	৮৮৭০	১৫০০০০	১৫৪৫৮৮	১০৯	৩৬৩৪৫৮
ক) ফল জাতীয় গাছ	৪১২৫	১০০০০	১৬২৭৪	১২৪	২০৩৯৯
খ) কাঠ জাতীয় গাছ	৪৩৪৫	১৩৫০০০	১৩২৪১৭	৯৩	১৩৬৭৬২
গ) অন্যান্য (ঔষধী,ফুল)	৪০০	৫০০০	৫৮৯৭	১১৮	৬২৯৫
৭। উন্নত চুলা স্থাপন) (সংখ্যা)	২	৫০	৭৬	১৫২	৭৮
৮। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন					
৯। সেবামুলক কার্যক্রম				০	
৯.১ রাস্তা মেরামত ও সংস্কার (গজ)	২০০০	২০০০	৬২৯৮	৩১৫	৮২৯৮
৯.২ সালিশ নিস্পত্তি (সংখ্যা)	০	০	৩০৫	০	৩০৫
৯.৩ ক্রীড়া অনুষ্ঠান (সংখ্যা)	৪০	৩০০	৮০	২৭	১২০
৯.৪ ধর্মীয় অনুষ্ঠান (সংখ্যা)	০	৩০০	২২৭	৭৬	২২৭
৯.৫ যৌতুক বিরোধী অভিযান (সংখ্যা)	৪০	৩০০	৯৯	৩৩	১৩৯
৯.৬ ধূমপান নিরোধ অভিযান (সংখ্যা)	৮০	৩০০	২৯৬	৯৯	৩৭৬
৯.৭ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন র‌্যালী (সংখ্যা)	৮০	৩০০	২০৮	৬৯	২৮৮
৯.৮ ত্রাণ (টাকা)	০	০	১৪৬০০	০	১৪৬০০

(৩) <u>বৃক্ষরোপন কর্মসূচীঃ</u> ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে মোট ১০৯.৭৩ লক্ষ বিভিন্ন বৃক্ষের চারা রোপনের দায়িত্ব প্রদান করে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং সমবায় অধিদপ্তরের সমিতির/সমবায়ীদের নিজস্ব জায়গায়, বসতবাড়ীর আংগীনায়, পুকুর পাড়ে, সমিতির আওতায় রাস্তার দুপাশে, কৃতপক্ষের অনুমতিক্রমে স্থানীয় মসজিদ,স্কুল মন্দির, মাদ্রাসা, কলেজ, ক্লাব, প্রাঙ্গনে এবং বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা অফিস চত্বরে এসব চারা রোপন করা হয়। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপনের বিবরণী নিম্নরূপঃ

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/বোর্ড	২০০৬-২০০৭ বছরের রোপিত ও জীবিত বৃক্ষের সংখ্যা							
	ফলজ		বনজ		অন্যান্য		মোট	
	রোপিত	জীবিত%	রোপিত	জীবিত%	রোপিত	জীবিত%	রোপিত	জীবিত%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা	৮,৫৯,৪৫৯	৭,৪০,২৪৪	৭,৯৩,৯৮১	৬,৯৭,৫০৮	৪,২৬,৪৮১	৩,৭০,৭৬১	২০,৭৯,৯৩১	১৮,০৮,৫১৩
বিআরডিবি ঢাকা	১৮,৬৪,৭২৬	১৬,৩০,৪০৭	১৫,৬২,৬৭৯	১৩,২৮,৬৩০	১৩,৩৪,২৪১	৯,৬০,৯৫০	৪৭,৬১,৬৩৮	৩৯,১৯,৯৮৭
বার্ড, কুমিল্লা	২৪,৮৩০	২৩,৭১৫	৯,১৪২	৯,০৬৯	৪৬৬৩	৪৬৬৩	৩৮,৬৩৫	৩৭,৪৪৭
আরডিএ, বগুড়া	৫,১৭০	৪,৮৫৫	৬,৯১০	৬,৪৩৭	৮০৫	৭৫৩	১২,৮৮৫	১২,০৪৫
সর্ব মোট =	৫১,০৪,১০৪	৪৭,৯৩,২১১	২৩,৭২,৭১২	২০,৪১,৬৪৪	১৭,৬৬,১৯০	১৩,৩৭,১২৭	৬৮,৯৩,০৭৯	৫৭,৭৭,৯৯২

(৪) <u>সমবায় ব্যাংককে তফসিলী ব্যাংকে রূপান্তর সংক্রান্তঃ</u> ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে তফসিলী ব্যাংকে রুপান্তর সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(ক) ২০০৬ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে তফসিলী ব্যাংকে রুপান্তরের বিষয়ে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩-৮-২০০৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং অম/অবি/ব্যাং শা-১/১১(৪) অনুযায়ী বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সামগ্রিক অবস্হা পর্যালোচনাপূর্বক এর আর্থিক সংকট নিরসনসহ ব্যাংকের কাঠামোগত পূর্ণবিন্যাস এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহি পরিচালক জনাব মুরশিদ কুলী খানকে আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ২২/১২/২০০৫ তারিখে সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

২। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ ও সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর কতিপয় ধারা/বিধি প্রয়োগ থেকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)কে আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সভা গত ২৪/০১/২০০৬ ও ২২/০৫/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৩। ব্যাংকের আর্থিক সংকট নিরসনসহ ব্যাংকের কাঠামোগত পূর্ণবিন্যাস এর লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের মতামত গ্রহনের পর ০৯/১১/২০০৬ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে গঠনমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরুপভাবে গঠনের বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) চেয়ারম্যান - সচিব,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(খ) ভাইস চেয়ারম্যান - সমবায় সমিতিসমূহ দ্বারা নির্বাচিত
(গ) পরিচালক(৬জন-৬টি বিভাগীয় শহরে - সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ দ্বারা নির্বাচিত

১। পরিচালক- ১ - বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার)
২। পরিচালক- ১ - নিবন্ধক,সমবয় অধিদপ্তর
৩। পরিচালক- ১ - অর্থ বিভাগের ১ জন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)
৪। পরিচালক-১ - সমবায় ব্যাংকের মহাব্যবস্হাপক/ব্যবস্হাপনা পরিচালক-সদস্য সচিব

৪। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর আর্থিক সংকট নিরসনসহ ব্যাংকটিকে সমবায় খাতের একটি শক্তিশালী ও টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং এর কার্যক্রম দতারকি ও পরিবীক্ষণসহ ব্যাংকের কাঠামোগত পুর্নবিন্যাস এর লক্ষ্যে গ্রহনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে গঠিত কমিটি কর্তৃক ব্যাংকটির দায় সম্পদ পর্যালোচনাপূর্বক প্রকৃত আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করতঃ বিদ্যমান আর্থিক সংকট থেকে উত্তরনের জন্য প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করনীয় নির্ধারন সম্পর্কিত এক সভা গত ১২-০৩-২০০৭ তারিখে অতিরিক্ত সচিব ব্যাংকিং জনাব আ.ত.ম ফজলুল করিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(১) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের নিকট সরকারী ঋণের সুদ বাবদ পাওনা ১৪২.৩২ কোটি টাকা মওকুফ করা যেতে পারে ;

(২) আসল বাবদ সরকারের পাওনা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের পর হতে পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে । এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ হবে ২০১৭ সালে। তারপর ১০ বছরে বার্ষিক সমান কিস্তিতে সরকারের পাওনা পরিশোধ করতে হবে ।

(৩) সম্পদ মূল্যায়ন এর কাজে নিয়াজিত সুযোগ্য কোন অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানাধীন জমি ও ভবনের বাজার মূল্য অনুযায়ী পুনঃ মূল্যায়ন (asset revaluation) করা যেতে পারে ;

(৪) বকেয়া অনাদায়ী ঋণের মধ্যে আদায়যোগ্য ঋণের সম্ভাব্য পরিমাণ নিরুপণ করতঃ তা দ্রুত আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের একটি সময়সীমা প্রণয়ন করতে হবে । এ বিষয়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ;

(৫) বকেয়ো ঋণের যে অর্থ আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই তা পর্যায়ক্রমে প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

(৫) **ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনঃ** পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচী’ শীর্ষক প্রকল্পটিকে ৩০ জুন,২০০৪ তারিখে মেয়াদ সমাপনান্তে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন’ নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে রুপান্তর করা হয় ।দেশের পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করা ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্যে।

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে সরকারী উৎস হতে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটের আওতায় আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের আওতায় উক্ত আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ হতে ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ৮,৪৪১ জন সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাকে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ৫০৮.২১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় । ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের পরিমান ৩৭৬.০২ লক্ষ টাকা। আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমের আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ।

(৬) **উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ** ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে মোট ১২০৬ টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় এর বিপরীতে নিষ্পত্তি হয় ৩৬টি । উত্থাপিত অডিট আপত্তির সাথে মোট আর্থিক সংশ্লেসের পরিমান ৩৩৫২.৩৫ লক্ষ টাকা ।

(৭) মাসিক সমন্বয় সভাঃ এ বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় বিগত (২০০৬-২০০৭) অর্থ বছরে এ বিভাগে ১২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

(৮) মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভাঃ এ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে এ বিভাগে সর্বমোট ১২টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এ সকল সভায় প্রকল্পে অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয় । ফলশ্রুতিতে বিগত অর্থ বছরে এ বিভাগের এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের (৯৬.০৪%) অগ্রগতি উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় ।

(৯) প্রশিক্ষণঃ ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে এ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উলেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন মেয়াদ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে গ্রহণ করেছেন ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহঃ-

ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি);
খ) সমবায় অধিদপ্তর;
গ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা;
ঘ) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ।

অন্যান্য দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

(১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট;

(২) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ;

(৩) নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী;

(৪) টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ, টাংগাইল্;

(৫) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা;

(৬) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, মুক্তাগাছা;

(৭) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, মৌলভীবাজার;

(৮) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফেনী;

(৯) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, রংপুর;

(১০) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, খুলনা;

(১১) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর;

(১২) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, বরিশাল;

(১৩) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, নওগাঁ;

(১৪) আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

১. ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত দেশের বৃহত্তম সরকারী প্রতিষ্ঠান। গ্রামভিত্তিক সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহায়ক প্রশিক্ষণ,ঋণ, বিপনন ও প্রযুক্তি সুবিধা সম্প্রসারনের মাধ্যমে কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ষাটের দশকে উদ্ভাবিত কুমিল্লা পদ্ধতির দ্বি-স্তর সমবায় সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে দেশ ব্যাপী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) হিসেবে চালু করা হয়। আইআরডিপি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্মসূচীর টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং এক সরকারী অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইআরডিপি'কে বিআরডিবি'তে রূপান্তর করা হয়। কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র নিরসন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন ইস্যু জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সাথে যুক্ত হওয়ার সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র ম্যান্ডেটও পর্যায়ক্রমে পরিমার্জিত ও সম্প্রসারিত হয়।

বিআরডিবি'র কার্যক্রম বিশেষ করে নীতি নির্ধারন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং বোর্ড প্রণীত উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং মহাপরিচালক, বিআরডিবি যথাক্রমে বোর্ডের সহ-সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী /সদস্য সচিব। বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিআরডিবি সদর দপ্তরে স্হাপিত ৫ (পাঁচ) টি বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভাগগুলো হলো (১) সরেজমিন বিভাগ, (২) পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, (৩) প্রশিক্ষণ বিভাগ, (৪) প্রশাসন বিভাগ, এবং (৫) অর্থ ও হিসাব বিভাগ। জেলা দপ্তরে উপপরিচালক এবং উপজেলা দপ্তরে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার (ইউআরডিও) এর তত্ত্বাবধানে বোর্ডের মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২. বিআরডিবি'র কর্মপরিধিঃ

কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে আইআরডিপি সূচীত কার্যক্রমের ধারাবাহিক, সময়োপোযোগী ও টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের পরিবর্তিত উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিআরডিবি বর্তমানে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে যা নিম্নরূপ ঃ

(১) দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে ত্বরান্বিত কৃষি উৎপাদন (বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচী),

(২) আয় ও কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন

(৩) সম্প্রসারনমূলক কর্মকান্ড যথা ঃ স্বাস্হ্য-পুষ্টি, নিরাপদ পানি, সেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, এইচ আই ভি/এইডস এবং বৃক্ষরোপন/বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে স্হিতিশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন,

২.১. মূল কর্মসূচী ঃ

দ্বি-স্তর সমবায় ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে তাদেরকে নিবিঢ় প্রশিক্ষণ, মূলধন গঠন এবং অব্যাহত ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে স্হায়ী খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখা বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৪ টি উপজেলায় বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৫০টি উপজেলায় উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এবং ৬০৬১৫টি গ্রামভিত্তিক কৃষক সমবায় সমিতি (কেএসএস) গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত পল্লীতে বিশাল এক সমবায়ভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে।

মূল কর্মসূচীর আওতায় ২০০৬-০৭ সনে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নের সারনিতে দেখানো হলো ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	**কার্যক্রম**		২০০৬-০৭	ক্রমপুঞ্জিত
১।	**সাংগঠনিক কার্যক্রম**			
	ইউসিসিএ গঠন		-	৪৫০
	কৃষক সমবায় সমিতি গঠন		৮০২	৬০৬১৫
	সদস্য ভর্তি (কে এস এস)		২৫০৫২	২১১৫৮৫৪
	শেয়ার জমা (")		২১২.৩০	৫২৬৪.২৬
	সঞ্চয় জমা (")	৫৮৯.৪৭	৫৮৭.২৮	৭২৬০.৯৮
২।	**ঋণ কার্যক্রম**			
	কৃষি ঋণ বিতরণ (শস্য ও মেয়াদী)	৩৮২৫.৬৩	৮০৬৩.৭৮	১২৭৩৯০.৭৮
	কৃষি ঋণ আদায় (শস্য ও মেয়াদী)	৫১৪৩.০৫	৬৪৯৫.৩৪	১০৪৭১০.৮৩
	কৃষি ঋণ আদায়ের হার	-	-	৮৩%
৩।	**সেচ যন্ত্র বিতরণ**			
	গভীর নলকূপ	-	-	১৮৪৬০
	অগভীর নলকূপ	-	-	৪৪৫২৩
	শক্তিচালিত পাম্প	-	-	১৯৪০৫
	হস্তচালিত নলকূপ	-	-	২৭৩০০০
	পাওয়ার টিলার	-	-	৯
	ট্রাক্টর	-	-	৫

২.২ আয় ও স্ব-কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন মানবসম্পদ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন

আই আর ডিপি সহ সরকারের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হলেও দারিদ্রতার ঝুকি হ্রাস কিংবা দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধে তা ততোটা সফল হয়নি । ফলে সরকারী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিআরডিবি কর্তৃক আশির দশকের শুরুতে দরিদ্রদের অভিষ্ঠ করে পরীক্ষামূলকভাবে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প (নরমাল আর পিপি) চালু করা হয় এবং দশকের শেষার্ধে ব্যাপকভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করা হয় । বিআরডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প/ কর্মসূচীর মধ্যে আর ডি-১২, আর ডি-৯, আর ডি-৫, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ), পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচী (পদাবিক) এবং নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্পসমূহ অন্যতম । বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৬টি উপজেলায় বিআরডিবি'র দারিদ্র বিমোচন কর্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে । ক্ষুদ্র ঋণ তথা দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেদনকালে (২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭) অর্জিত অগ্রগতি নিম্নের সারনিতে উল্লেখ করা হলো ।

(লক্ষ টাকায়)

কর্মকান্ড	২০০৬-২০০৭		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সাংগঠনিক কার্যক্রম			
(১) উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন	-	-	১৬৯
(২) সমিতি/ দল গঠন	১৩৪৪৬	৮৯৮৯	৮৯৭৬০
পুরুষ	৬৯৪৩	২৭৮১	৩০৬১০
মহিলা	৬৫০৩	৬২০৮	৫৯১৫০
(৩)সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৩২৩৫৯৯	৩১১২৮৯	২৩৮৩১৬২
পুরুষ	১৬২১১০	১০৯১৩২	৭৬৭৬১৪
মহিলা	১৬১৪৮৯	২০২১৫৭	১৬১৫৫৪৮
(৪) মূলধন গঠন (শেয়ার+সঞ্চয়)	৩৩১৪.৮৯	১১৫৯১.৭২	২২৩৬৪.২৭

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম			
(১) ঋণ বিতরণ	৭৯০৯১.৯৮	৭৮২০৯.১১	৪৪৪৪০০.৬১
(২) ঋণ আদায়	-	৮৩৮৭৪.৬১	৩৮৪৪৮০.৯০
(৩) আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার	-	-	৯৬%
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/মানবসম্পদ উন্নয়ন			
(১) দক্ষতা উন্নয়ন	২১৭৬০	৮১৫৭	৯৯৮৭৩২
(২) মানবসম্পদ উন্নয়ন	১০৪৪০০৯	৫৫৬০৩	১৫০৩৭৪১
(৩) স্বাস্হ্য,পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা	-	১১৫৪১	৬২৬৪৪৮
ক্ষুদ্র ঋণের সহায়তা দারিদ্রসীমা অতিক্রমকারী সদস্য সংখ্যার হার %			৩১%

<u>নারীর ক্ষমতায়ন ঃ</u>

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী বিধায় নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক ও ত্বরান্বিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। অপরিহার্য এ শর্ত পূরনে বিআরডিবি ১৯৭৫ সন জাতীয় ভিত্তিক পৃথক একটি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। দীর্ঘ ৩ দশকেরও বেশী সময়ে কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সরকার ৬২৩ জন জনবলসহ সাম্প্রতিকালে কর্মসূচীকে মহিলা উন্নয়ন অনু বিভাগ নামে বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচীভূক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও বৃহত্তর যশোর জেলার ২১টি উপজেলায় ''দরিদ্র্য মহিলাদের আত্মকর্মসংস্হান কর্মসূচী (দমআক)'' শীর্ষক একটি দারিদ্র নিরসন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্হান কর্মসূচী (দাবিমআক) শীর্ষক অপর একটি উন্নয়ন কর্মসূচী বর্তমানে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সাথে একীভুত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামীণ দুস্হ, অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাগণ এ সকল কর্মসূচীর সুবিধাভোগী। অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নই এসমস্ত কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে রাজস্ব বাজেটভূক্ত বিআরডিবি'র মহিলা উন্নয়ন অনু বিভাগের ২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬- ২০০৭ সনের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নের সারনিতে দেখানো হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের বিবরণ	২০০৬-০৭	ক্রমপুঞ্জিত
১।	উপজেলা অন্তর্ভুক্তি	-	১৩০
২।	সমিতি গঠন	৯১	৭২৫১
৩।	সদস্য ভর্তি	৬৫১১	২৫৩২৭২
৪।	শেয়ার জমা	১০১.০৫	৮৩৭.৪৯
৫।	সঞ্চয় জমা	২৫৭.৪৭	১৯৩১.১৯
৬।	ঋণ দাদন	৪৬১০.১৮	৩৯১৩৯.৬৫
৭।	ঋণ আদায়	৩৭৯৬.৯৭	৩৪৩৯৩.০৩
৮।	আদায়ের হার	-	৯৬%
৯।	প্রশিক্ষণ	৪৪৬৫২	৩৬২৪২২

উল্লেখ্য বিআরডিবি'র সকল দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প/ কর্মসূচীর সদস্য নির্বাচনে গ্রামীণ দরিদ্র, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। মহিলাদের অভিষ্ঠ (Women Specific) করে গ্রহীত প্রকল্প/ কর্মসুচী ছাড়াও দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত অন্যান্য দরিদ্র বিমোচন প্রকল্প/ কর্মসূচীর ৬০% এরও বেশী মহিলা।

"Female constitutes 75% of the total members enrolled. All projects have more than 60% female members". (BIS Report No. 29 Dhaka P-5)

২.৩ <u>সম্প্রসারনমূলক কার্যক্রম</u> ঃ কৃষক ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচী এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিবিধ সম্প্রসারনমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এসমস্ত কর্মকান্ডের মধ্যে বৃক্ষরোপন, মৎসচাষ, পশুপাখির টিকাদান, জলাবদ্ধ পায়খানা স্হাপন, উন্নত চুলার সম্প্রসারন, নার্সারী প্রতিষ্ঠা, স্বাস্হ্যপুষ্টি প্রভৃতি অন্যতম। নিম্নের সারনীতে বিআরডিবি'র বিভিন্ন সম্প্রসারনমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

ক্রঃনং	কার্যক্রম	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	ক্রমপুঞ্জিত
১।	বৃক্ষরোপন (গাছের চারা রোপন)	৬৮.৮৫ লক্ষ	৪৭.৬১ লক্ষ	১৭৩৯.৮২ লক্ষ
২।	মৎস্য চাষ (মাছের পোনা ছাড়)	৬৬৩.৭২ (")	৬৭০.০০ (")	১৯৫১.৯৯ (")
৩।	গৃহপালিত পশু পাখির পরিচর্যা (পশুপাখির টিকাদান)	১০৫.৮৩ (")	৯৫.০০ (")	২৮১১.৩০ (")
৪।	জলাবদ্ধ পায়খানা স্হাপন (সংখ্যা)	৮১৮৩০	৯২০০০	১৭৩৮৩০টি
৫।	উন্নত চুলা তৈরী ও সম্প্রসারন (")	১২৯৮০	৭৫০০০	১৭৩০০০
৬।	নারিকেল চারা রোপন (")	৩০৪৭৫৮	৬৫০০০	১৪৬০০

৩. <u>বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমূহঃ</u>

৩.১ <u>পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)</u>

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারেরযৌথ অর্থায়নে ইতোপূর্বে গৃহীত পল্লী দারিদ্র সমবায় প্রকল্পটি (আরপিসিপি)'কে ১৯৯৮ সনে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পে (পজীপ) রুপান্তর করা হয়। আরপিসিপির সাফল্যের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকা, সিলেট, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা ও যশোহর জেলার ১৫২টি উপজেলায় সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমান ৩৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৪৯৩.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২০০০৭.০০ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প ছক অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০০৭ সালে শেষ হলেও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

<u>উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমঃ</u>

কৃষি এবং অকৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্হান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্প কার্যক্রমের বিবরণ নিম্মরুপঃ

(১) দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের আনুষ্ঠানিক সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং শেয়ার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের নিজস্ব মুলধন গঠন করা,

(২) ব্যবস্হাপনা ও দক্ষতার মান বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের ব্যবস্হাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান,

(৩) আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান,

(৪) প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির (ইউবিসিসিএ) প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প কার্যক্রম	পিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৬-০৭		ক্রমপুঞ্জিত
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১। ইউবিসিসিএ গঠন	১৫২	-	-	১৫২ (১০০%)
২। সমিতি গঠন	১৬৩১৭	-	-	-
৩। সদস্যভুক্তি	৫০৪১৮০	৫৮৬	৫৮৬	৫০৭৯৫৮
৪। শেয়ার জমা	১০৩৬.৪৯	৬১.০০	১৮০.১৬	২০২৬.১০
৫। সঞ্চয় জমা	৬৭৭৪.৪৬	৮০০.০০	১০৬৯.১১	৯০২৭.২৩
৬। ঋণ বিতরণ	-	১৭৪৫০.০০	১৭৬০১.০৭	১২৭৭৩৯.৮২
৭। ঋণ আদায়	-	-	১৭২৩০.৬৪	১১২৭৪৮.২৪
৮। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার	-	-	-	৯৬%
৯। সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৩৯৭০৭৫	১৫৩৬০	১৫৩৬০	৩৩৪৩৮৫
১০। ষ্টাফ প্রশিক্ষণ	২৪৮৪	৫৬৯	৫৬৯	২৩৫৪

৩.২ পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (পদাবিক)

দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে সম্পুর্ন সরকারী অর্থায়নে গৃহিত পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ের (জুলাই/৯৩-জুন/৯৮) বাস্তবায়ন কাজ জুন/৯ এ সমাপ্ত হয়। লক্ষ্যার্জনে ইতিবাচক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন জুলাই/৯৮ থেকে শুরু হয় এবং তা জুন/২০০৫ এ সমাপ্ত হয়। মোট ১৭০৬৬.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত কর্মসূচীটি বর্তমানে দেশের ২২টি জেলার ১২৩টি উপজেলায় বাস্ত-বায়নাধীন রয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ন হবার পর কর্মসূচীকে একটি টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়নের উপায় উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া বর্তমানে বিআরডিবি ও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমঃ

পল্লীর দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) অনানুষ্ঠানিক দলে সংঘবদ্ধ করে দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য। সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে স্বাস্হ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, এইচআইভি/ এইডস এবং সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিও কর্মসুচীর অন্যতম গুরুত্বপুর্ন অংগ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম	২০০৬-০৭		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১। দল গঠন	১০০৮	৩৯৩	১৪৮৮২
২। সদস্য অন্তর্ভূক্তি	৫৯৬৯৯	৩১৬৮৪	৪১৩২২৬
৩। সঞ্চয় জমা	-	-	-
৪। ঋণ বিতরণ	১৩০৭.৪৯	৭৪১.২৬	৫৭০৭.২১
৫। ঋণ আদায়	১২৫০০.০০	১১০৫৯.১৫	৭৬৮৯১.১৪
৬। আদায়ের হার	-	-	(৯৭%)
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ			
১। সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	-	-	১০৫১৭৮২
২। ষ্টাফ প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	-	-	১২৮৮
৩। রিফ্রেসার্স কোর্স (”)	-	-	১০৯৫
৪। ওরিয়েন্টশন (”)	-	-	১৫৯৮

৩.৩ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচী (পিইপি)ঃ

সুইডিস সিডা এবং নোরাড এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে “উৎপাদনমুখী কর্মসংস্হান কর্মসূচীর (পিইপি)” বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে (১৯৮৬-৯৬) কর্মসূচীটি ফরিদপুর, মাদারীপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২য় পর্যায়ে (১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫-৯৬) বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা ও কুড়িগ্রাম জেলার ৫টি উপজেলাসহ মোট ৩২টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারন করা হয়। কর্মসূচীর ৩য় পর্যায়ের মেয়াদ জুন/২০০৩ মাসে শেষ হয়। জুলাই/২০০৩ থেকে কর্মসূচীটি বিআরডিবি'র একটি সফল নিয়মিত ও স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী হিসেবে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প এলাকার পশ্চাদপদ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন, সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন গঠন, সুবিধাভোগীদের ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ,ক্ষুদ্র ঋণ, বিপনণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম	২০০৬-০৭		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১। দল গঠন (সংখ্যা)	১৭২	২৭৭	১১২৬৫
২। সদস্য অন্তর্ভূক্তি (”)	৭৫৭৬	১৩৭৬৭	৩১১৭১৫
৩। সঞ্চয় জমা	৪১৫.০০	৫২২.১১	৪৮১৬.৯৫
৪। ঋণ বিতরণ	৯৬০০.০০	৯৬৬৩.৫৬	৭৮৬২৭.১৩
৫। ঋণ আদায়	৯৮২৮.৯৩	৯৩৭৭.৩৯	৭২৮৮১.৩০
৬। আদায়ের হার			৯৯%
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ			
১। সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	১৭৪০০	১৬৭৪২	৫৮০৫৫১
২। ষ্টাফ প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৩১০	২১২	১৫৭৭০
অন্যান্য কার্যক্রম			
১। হস্তচালি তনলকুপ বিতরণ (সংখ্যা)	১০৫	১২৪	১৪৮৬১
২। জলাবদ্ধ পায়খানা (”)	৩০৭৯	৭৫৯০	৫৪২৭৮
৩। নার্সারী উন্নয়ন	৫	২	-

৩.৪ পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)

পল্লী প্রগতি প্রকল্প বিআরডিবি'র একটি বৃহৎ দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প। সম্পূর্ণ সরকারী অর্থানুকূল্যে প্রকল্পটি দেশের ৪৭৬টি উপজেলায় ৪৭৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিত্তহীন জনগোষ্ঠী ছাড়াও পল্লীর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের অভিষ্ট করে প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনে সুদুর প্রসারী প্রভাব রাখছে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের সমন্বিত ব্যবহার, ক্ষুদ্র/উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অভিষ্টদের আয় ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নিরাপদ পানি, সেনিটেশন এবং মহিলাদের আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন প্রভৃতি প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মোট ১৪৯৬৭.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় নির্ধারণ করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ জুলাই/২০০০ এ শুরু করা হয়েছে, সমাপ্ত হবে জুন/২০০৮ এ। বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রায় ৮৬% খরচ করা হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও ঋণ খাতে। পল্লী প্রগতি প্রকল্পটি বিআরডিবি'র একটি অন্যতম ব্যয় সাশ্রয়ী (Cost Effective) এবং ক্লায়েন্ট নির্ভর (Client Oriented) প্রকল্প।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম	পিপি লক্ষ্যমাত্রা (১ম ও ২য় পর্যায়)	২০০৬-০৭		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১। দল গঠন (সংখ্যা)	১৩৩০০	২৫০০	১০৭৭	৯১৬২
২। সদস্য অন্তর্ভূক্তি (")	৩৮৫০০০	৭২৫০০	৩১০৩৭	২৩৪৭৯৫
৩। সঞ্চয় জমা	১৫০০.০০	৩৫০.০০	২৩৪.৪২	৯৯৯.১৬
৪। ঋণ বিতরণ	৩৪০০৬.৯৩	৯৫৯৩.৬৭	৬৫৩৫.৩৩	২০৩৬৮.০৮
৫। ঋণ আদায় (সুদসহ)	৩২২২৭.৯০	১০০২৫.৩৯	৫৩২৭.২৮	১৪২৬৩.৯৩
৬। আদায়ের হার		-	-	৮৬%
১। অবহিতকরণ (সংখ্যা)	৭৪৬৬৮	১২৫০	১৪২৭	৭৪৮৪৫
২। আইজিএ ভিত্তিক প্রশিঃ (সংখ্যা)	১৯২৫০	৯০০০	১০৫৫৮	১৪৩৯৫
৩। কর্মশালা/সেমিনার/সম্মেলন	৪৮	৫	১	১

১। উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/ সংস্কার (সংখ্যা)	৩৫০	১০৬	৯৬	২৩৯
২। গ্রামীন বৈঠকখখানা নির্মান (")	১৮	১২	১২	১২

৩.৫ অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী ঃ

ডাল, তেলবীজ ও মসলাজাতীয় অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশজ চাহিদাপূরণ এবং অপ্রধান শস্যের উৎপাদন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই) এর বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি সহায়তায় ৩ বছর মেয়াদী (জুলাই/২০০৫-জুন/০৮) কর্মসূচীটি দেশের ২৬টি জেলার ২০৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৮২.৩৪ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড

(১) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের দলভূক্ত করে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;

(২) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রধান শস্যের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে উৎপাদক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীসহ সমাজের সকল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করা;

(৩) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াকরণ কাজে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মহিলা জনগোষ্টিকে ব্যপকভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা।

(৪) অপ্রধান শস্যের উৎপাদন, সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াকরণ কাজে যুক্ত সকলকে সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম	পিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৬-০৭		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সাংগঠনিক কার্যক্রম				
১। দল গঠন (সংখ্যা)	৬১২০	২৪৪৮	২৪০৪	২৯৩৪
২। সদস্য অন্তর্ভূক্তি (”)	১৫৩০০০	৬১২০০	৬০৯৭০	৭৪৪৭০
৩। সঞ্চয় জমা	১৪৪২.৫০	১৪৫.০০	৭০.৮৫	৭৪.৬০
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম				
১। কর্মকর্তা (সংখ্যা)	৫৬১	৫৬১	৫৪৪	৫৪৪
২। কর্মচারী (সংখ্যা)	২৩০	২৩০	১৯৪	১৯৪
৩। সুবিধাভোগী (”)	১৫৩০০০	৬১২০০	৫৪৬৩২	৬২৬৩২

৩.৬ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প - ২ (পিআরডিপি-২) প্রকল্প

জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এপ্রিল, ২০০০- মে, ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত পি আর ডি পি- ১ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে একই সংস্হার অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদী (জুন, ২০০৫- মে, ২০১০) পি আর ডি পি-২ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। স্হানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিদ্যমান সরকারী-বেসরকারী সরবরাহ ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটিভূক্ত সকল শ্রেনী-পেশার জনগণের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বর্তমানে কালিহাতি (টাংগাইল), তিতাস (কুমিল্লা) এবং মেহেরপুর সদর (মেহেরপুর) উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(১) যোগাযোগ সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।
(২) ইউনিয়ন পরিষদকে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস ডেলিভেরী ষ্টেশনে রূপান্তর করা।
(৩) স্হানীয় সম্পদের সুষ্ঠু আহরন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক পুঁজি (Social capital) গঠনে সহায়তা প্রদান।
(৪) সরকারী-বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্হা এবং স্হানীয় পর্যায়ে সেবা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি এবং তা জোরদারকরণ।
(৫) নিজস্ব উদ্যোগে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যক্তিগত ও আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন ।

প্রধান প্রধান কর্মকান্ডঃ

(১) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউসিসি) মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি।
(২) গ্রাম কমিটি (ভিসি) গঠন এবং গ্রাম কমিটির মাধ্যমে স্হানীয় জনসাধারণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ইউসিসিতে উপস্হাপন।
(৩) মহিলা উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে মহিলা উপ কমিটি গঠন।
(৪) সরকারী-বেসরকারী সেবা- সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
(৫) ইউপি’র জন্য সরকার প্রদত্ত থোক বরাদ্দ এবং স্হায়ী জনসাধারনের নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় গ্রামীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠমো নির্মাণ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

কার্যক্রম	পিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৫-০৬		২০০৬-০৭		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১। ইউসিসি গঠন (সংখ্যা)	১৬	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২। ভিসি গঠন (")	৪২২	৪১	২৭	৫৭	০৬	১১১
৩। ইউসিসিএম (")	৯০০	৯৯	৮৯	১৮০	৫৪	৫৬৯
৪। ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ(")	১৩০৪	৪১	৪৬	১৪০	০৫	২০৭
৫। প্রশিক্ষণ (")	২৬০৩২	১৫৩০	১৫২৫	৪৫০০	১২৪	৯৪৭৫

৩.৭ সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক)ঃ

দরিদ্র নিরসনে সরকারী প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিআরডিবি ১লা জুলাই ২০০৩ থেকে ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষী উন্নয়ন কর্মসূচী, সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) এবং দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্হান কর্মসূচী (দাবিমআক) নামক ৩টি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জুলাই ২০০৬ সালে উল্লেখিত ৩টি কর্মসূচী একীভুক্ত ও সমন্বিত করে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) হাতে নেওয়া হয়। কর্মসূচীটি বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৪৬ উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ঃ

পল্লী এলাকায় বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে কর্মসংস্হান সৃষ্টি, জীবন যাত্রার গুনগত মান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সহায়ক পুজি গঠন, আয়বর্ধক কর্মকান্ড ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বিআরডিবি'র সমাপ্ত সকল প্রকল্প পর্যায়ক্রমে সদাবিকের সাথে একীভূত করে অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির মধ্যে ধারাবাহিক সেবা অব্যাহত রাখা সদাবিক গঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের নাম/ বিবরণ	২০০৬-২০০৭ এর অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১।	দলগঠন (সংখ্যা)	৮৪২৯	১৬৭৬৩
২।	সদস্য অন্তর্ভুক্তি (")	৪৫১৮২	৩৮৯৪৫৮
৩।	সঞ্চয় জমা	৮৩৩.১৩	২৭২৪.০২
৪।	ঋণ বিতরণ	১৩৫২৮.৮৩	৩৬৭০৫.৮৮
৫।	ঋণ আদায়	১১৮২২.৫৩	২৪৩৩৭.২২
৬।	আদায়ের হার	-	৬৩.৪৩%

৩.৮ সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)

সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র একটি উদ্ভাবনধর্মী দারিদ্র নিরসন কর্মসূচী। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীটি বার্ড (কুমিল্লা), আরডিএ (বগুড়া), সমবায় অধিদপ্তর এবং বিআরডিবি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। বার্ড কর্তৃক "এক গ্রাম-এক সংগঠন" ধারনার ভিত্তিতে ১৯৭৫ সনে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী" (টিভিডিপি) বর্তমানে সিভিডিপি নামে দেশের ২১টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড

গ্রামের সকল শ্রেনী-পেশার জনগোষ্ঠীকে একটি সমবায় কাঠামোর আওতায় সংগঠিত করে এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। কর্মসূচীর প্রধান প্রধান কর্মকান্ড হলোঃ (ক) গ্রাম নির্বাচন,(খ) পরিবার ও সদস্যভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জরিপ সম্পাদন, (গ) মূলধন গঠন এবং (ঘ) কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগীদের নিবিঢ় প্রশিক্ষণ প্রদান। বিলম্বে অর্থ প্রাপ্তির কারনে ২০০৫-০৬ সনের নির্ধারিত সকল কাজ সম্পন্ন সম্ভব না হলেও প্রকল্প ছকের আলোকে বাস্তবায়ন কাজে সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের (এডিসি, ডিসিও, ইউএনও ও এপিডি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মসূচীর আওতায় ২০০৬-০৭ সনের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

কর্মকান্ড	২০০৬-২০০৭ সনের		ক্রমপুঁঞ্জিত অগ্রগতি
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
গ্রাম নির্বাচন (সংখ্যা)	৪৫০	৪৫০	৪৫০
গ্রাম জরিপ (")	৪৫০	২৪০	২৪০
সমিতি গঠন (")	৪৫০	২৩৪	২৩৪
পরিবার অন্তর্ভুক্তি (")	৪৫০০০	১১২০০	১১২০০
সদস্য অন্তর্ভুক্তি (")	৪৫০০০	১১৫৪০	১১৫৪০
সঞ্চয় জমা	৩৫০.৮৭	১৪.৩৮	১৪.৩৮
শেয়ার আমানত জমা	১০.৮৭	৪.১০	৪.১০
প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৩৯৯৪৪	২৬৯২১	২৬৯২১

৩.৯ অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্হান কর্মসূচী

বাংলাদেশ সরকার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদেরপোষ্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে " অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্হান কর্মসূচী" বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়নবোর্ড ও বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর মধ্যে বিগত ৩রা অক্টোবর/২০০২ সালে একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। তদানুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রনীত ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা' অনুসরনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিআরডিবি'কে ২০০৩-০৪থেকে ২০০৬-০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ঋণ ছাড় করা হয়। কর্মসূচীর অধীনে সাংগঠনিক ও ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের নাম/ বিবরণ	২০০৬-২০০৭ এর অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১।	সুবিধাভোগীদের নিয়ে দলগঠন (সংখ্যা)	২৭২	১৫৭৩
২।	বাছাইকৃত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য (সংখ্যা)	৩৯৯	৪৩৪৭৪
৩।	প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য (সংখ্যা)	৪২৫৯	২৭২০৪
৪।	ঋণ বিতরণ	৮২৩.৫৯	২২২৫.৫৯
৫।	ঋণ আদায়	৩০৫.১৩	৫৫৩.১৩
৬।	আদায়ের হার		৪১%

৪. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

দেশের সর্ববৃহৎ সরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র নিরসন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পিআরএস/ সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) অর্জনে সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন নীতি এবং এমডিজি'র লক্ষ্যার্জনে বিআরডিবি'র ভবিষ্যত পরিকল্পনায় নিম্নের বিষয়গুলোর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(১) সকল পর্যায়ে শৃংখলা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সু-শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিআরডিবি'র প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

(২) প্রাথমিক পর্যায়ে Local Area Networking (LAN) এবং পর্যায়ক্রমে Wide Area Networking (WAN) সম্প্রসারনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির (IT) সম্প্রসারন, উদ্বুদ্ধকরন এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা এবং উন্নত ও আধুনিক পরিবিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচীর সেবার মান বৃদ্ধি।

(৩) দ্বি-স্তর সমবায় তথা মূল কর্মসূচীতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করে কর্মসূচীকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণ। সরকারের রাজস্ব খাতভূক্ত আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচী আওতা ক্রমগত সম্প্রসারণ ও শক্তিশালিকরণ।

(৪) ঘূর্নিঝড় এবং দরিদ্র প্রবন এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৃথক এলাকা নিদিষ্ট (Area Specific) প্রকল্প গ্রহন।

(৫) দেশীয় সম্পদ ও প্রযুক্তি নির্ভর এবং ব্যয় সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহন এবং নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা।

(৬) সকল উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ/ কর্মসূচী বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রজেক্ট 'এ্যাপ্রোস' এর পরিবর্তে প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোস'কে অগ্রাধিকার প্রদান।

(৭) সকল উন্নয়ন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সামাজিক খাত বিশেষ করে স্বাস্হ্য পুষ্টি, নিরাপদ পানি ওসেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষন ও উনয়ন প্রভৃতি সামাজিক খাতের উন্নয়ন'কে অগ্রাধিকার প্রদান।

২। বর্নিত লক্ষ্যার্জনে বিআরডিবি'র পক্ষ হতে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের ৭টি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১) উন্নত পদ্ধতিতে ফলমুল, শাক সব্জি এবং মসলা উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করণ কর্মসূচী।
(২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে উপকুলীয় জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকরণ।
(৩) সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচী।
(৪) পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।
(৫) এম আই এস প্রকল্প পর্যায়-২, বিআরডবি'তে টেকসই আইসিটি পরিবেশ সৃষ্টি।
(৬) অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ন এলাকার (সীমান্ত ও বন্দর এলাকা) বিআরডিবি'র সমবায়ীদের জন্য প্রজনন স্বাস্হ্য সেবাদান/ এইডস প্রতিরোধ কর্মসুচী।
(৭) বিআরডিবি'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি।

সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে সমবায় নবদিগন্তের পথে এগিয়ে চলেছে। শুরুতে সমবায় কার্যক্রম কৃষিভিত্তিক হলেও বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ, দুগ্ধ উৎপাদন, কুটির শিল্প, বাজার ব্যবস্হাপনা, ব্যাংকিংসহ এমনকোন আর্থিক সেক্টর নেই যেখানে সমবায়ের ছোঁয়া লাগেনি। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাই সাংবিধানিকভাবে সমবায়কে বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুলতঃ সমবায়ের সামগ্রিক কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিধি ও আইন মোতাবেক সমিতি নিবন্ধন ও বাতিল, অডিট, মামলা-মোকদ্দমা নিস্পত্তি, সমিতি সমূহের নির্বাচন, সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং সর্বোপরি সমবায় সমিতি সমূহের লালন ও উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করা। বর্তমানে প্রায় ১ (এক) কোটি লোক সরাসরি সমবায় কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এরা কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, বৃক্ষরোপন এবং আশ্রয়ন ও আবাসন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে সমবায় অধিদপ্তরের ২০০৬- ২০০৭ইং সালের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হ'ল ঃ

দেশে বর্তমানে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৫৭,১০৮ টি। এরমধ্যে ২২ টি জাতীয় সমবায় সমিতি, ১০৯১ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ১৫৫৯৯৫ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা ৮০৮৯৫৯৬ জন। জুন ২০০৭ পযর্ন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতিগুলোর কার্যকরী মূলধনের পরিমান যথাক্রমে ১০২৬৭৯.৮৭ লক্ষ ও ১৯০৯৩৮.২৮ লক্ষ টাকা।

বিগত ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

(১) নিয়োগ ও পদোন্নতি ।

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট কর্মকর্তা / কর্মচারির সংখ্যা ৪৮০৭টি অনুমোদিত পদের মধ্যে শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ১২১৯ টি। একই অর্থ বছরে ৮ জন কর্মকর্তা ও ৮৬ জন কর্মচারির পদোন্নতি হয়েছে। নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ১৮ জন কর্মকর্তার।

(২) সমবায় অডিট ঃ সমবায় সমিতির কার্যক্রমকে নিয়মতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক সর্বোপরি ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর সমবায় সমিতিগুলোকে অডিট করা হয়। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ১৬ টি জাতীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতির অডিট সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের অডিট শাখার মাধ্যমে ১০৮৪ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ৪ টি বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধকের কার্যালয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয় এবং ৮৩৮২৮ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির অডিট জেলা সমবায় কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

(৩) সমবায় সমিতি গোটানো ঃ ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ২৪৪৭৪ টি অকার্যকর সমবায় সমিতি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে, ১১৭৭৬ টি সমবায় সমিতি অবসায়নে ন্যস্ত ও ২৬২৮ টি সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।

(৪) প্রশিক্ষণ ঃ সমবায় স্বত:স্ফুর্তভাবে সংগঠিত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এটি একটি মহৎ আন্দোলন যা অনগ্রসর এবং দুর্বল আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারি এবং সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের তত্বাবধানে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ৯ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউটে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমবায়ীদের বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

(ক) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী সমবায় সেক্টরের একমাত্র জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। যেখানে মূলতঃ সমবায়কে কেন্দ্র করেই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও তার আওতাধীন ৯ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট সমবায়ীদের এবং সমবায় বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বছর ভিত্তিক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সের ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের হার (প্রশিক্ষণার্থী)
	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
২০০৫-২০০৬	৩২	১১১২	৩১	৯১২	৮২%
২০০৬-২০০৭	৩২	১১২০	৩৮	১১১৩	৯৯%

(খ) আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ঃ মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ), ফেনী, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, রংপুর, খুলনা এবং বরিশালে অবস্থিত ৯ টি ইনষ্টিটিউটে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা / কর্মচারি এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের উন্নত পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে রিফ্রেসার্স কোর্স, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কোর্স, সমবায় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং নব নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বছর ভিত্তিক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের হার (প্রশিক্ষণার্থী)
	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
২০০৬-২০০৭	১৭৬	৫০৩৫	২২৮	৫৮৬৪	১৬৫%

(গ) ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ঃ সমবায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে সমিতি পর্যায়ে সমবায়ীগণকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস মুরগী ও গবাদীপশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচী যেমন বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বছর ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হ'লঃ

বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		হার
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
২০০৬-২০০৭	৩৫৮২০০	২৩৮২৮১	৬৭%

(৫) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) ঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি। এটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে দেশের সর্ববৃহৎ দুগ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে দুগ্ধজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন পর্যন্ত কর্মকান্ডে যেমন বিপুলভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে তেমনি নিত্যনতুন এলাকায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন, নতুন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্লান্ট স্থাপন, পণ্যমান নিশ্চিতকরণ, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সফলতা প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দুগ্ধ শিল্প ভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের দারিদ্র বিমোচনেও সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের ২৮ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। মিল্ক ভিটা বর্তমানে ২২ টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের ২১ টি জেলা ও ৮৪ টি থানায় সমবায়ী কৃষকদের নিকট হতে দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো তিনটি দুগ্ধ কারখানার মাধ্যমে দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে।

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমুহের মাধ্যমে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

বছর	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মুলধন (লক্ষ টাকা)
২০০৬-২০০৭	১৫৮০	১,৬০,০০০	৭৬৮৬.৮৪

একই অর্থ বছরে মিল্ক ভিটার দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমান ও মূল্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

বছর	দুগ্ধ সংগ্রহ (লক্ষ লিঃ)	গড় মূল্য (প্রতি লিঃ)	মোট মূল্য প্রদান (লক্ষ টাকায়)
২০০৬-২০০৭	৬৯৭.৬২	১৯.৭৯	১৩৮০৫.৯০

মিল্ক ভিটার অর্জিত নীট লাভ সংক্রান্ত তথ্যঃ

লক্ষ টাকা

বছর	আয়	ব্যয়	নীট লাভ
২০০৬-২০০৭	২৩০৮৮.৮৪	২২৬৭৬.৫১	৪১২.৩৩

(৬) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ঃ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক সমবায় খাতের সর্বোচ্চ বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। এই ব্যাংক সদস্য ও অসদস্যদের নিকট হতে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ করে থাকে এবং আমানতের সুদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের সমপরিমান হারে প্রদান করে। এ ব্যাংকের কোন শাখা নেই। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাংক সমুহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বৈদেশিক বানিজ্য বা অন্য কোন বানিজ্যিক কার্যক্রম এ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়না। শুধুমাত্র সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে কৃষি ঋণ ব্যবস্থাপনাই এ ব্যাংকের মূল কার্যক্রম। সমবায় কৃষিঋণ কার্যক্রমের অচল অবস্হা নিরসনপূর্বক ঋণ প্রবাহ পুনঃচালু করার লক্ষ্যে বিগত ০৭/০৭/০৩ ইং তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/অবি/ ব্যাংকিং নীতি শাখা -২/ সূম -১/ ৯৬ অংশ -২/ ২৯৮ (২)/১মূলে সরকার সমবায় কৃষকদের ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত সমবায়ী কৃষিঋণের সুদ ও দন্ডসুদ মওকুফ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ৭১৯৯.৬৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩৭৭.৭৫ লক্ষ টাকা পুনঃতফসিলীকরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা পরবর্তী ৫ বছরে অর্থাৎ ৩০/৬/২০০৮ ইং তারিখের মধ্যে সমান ১০ কিস্তিতে পুনঃতফসিলীকরণের আওতায় পরিশোধের মাধ্যমে এ সুযোগ গ্রহন করা যাবে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায় হতে আগষ্ট/ ২০০৭ ইং পর্যন্ত ৪.৭১ কোটি টাকা আদায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে ৪ কিস্তিতে ১১.৪০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হ'লঃ

লক্ষ টাকায়

বছর	সদস্য সংখ্যা	কার্যকরী মুলধন	বিতরণকৃত ঋণ	আদায়কৃত ঋণ	নীট লাভ
২০০৬-০৭	৫৩৯	৩৬১৯৯.৩৮	১০৭৬৬.৫৬	২০২৭.৭৪	৭৫৩.৬৭

২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

১। সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০১-০২ অর্থ বছর হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে "সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয় ৯.৪৩ কোটি টাকা। সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ণ, সমবায় অধিদপ্তরের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, সমবায় সমিতির জন্য একটি ডাটাবেইজ ও এমআইএস ব্যবস্থা চালুকরণ, সমবায় অধিদপ্তরের তথ্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি এবং সমবায় সমিতি সমূহের অডিট ও হিসাব পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও অবসায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

প্রকল্পটির অধীনে আগারগাঁওস্থ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মানের জন্য বরাদ্দকৃত জমির মূল্য পরিশোধ ও ফাউন্ডেশন এর আংশিক কাজ সম্পাদিত হয়েছে। যার অধীনে সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ও বৃহত্তর ২১ টি জেলায় প্রয়োজনীয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও যন্ত্রপাতি সংস্থাপন পূর্বক তথ্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ঢাকাস্থ সদর কার্যালয়, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা এবং আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন খুলনা ও রংপুরে মোট ৪ টি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সমবায় সমিতি সমূহের অডিট ও হিসাব পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন ও সহজীকরণ করা হয়েছে এবং দেশের অকার্যকর সমবায় সমিতি সমূহের অবসায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি অডিট ও হিসাব পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে সমবায় অধিদপ্তরের ১৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে কম্পিউটার পরিচালনা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ৬৬৪০ জন সমবায়ীকে বিভিন্ন আয়বর্ধন মূলক ৮ টি ট্রেড কোর্স যথা-হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, মৃৎ শিল্প উন্নয়ন, উন্নত কুটির শিল্প, টেইলারিং, পোষাক ডিজাইন, সমবায় ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬৬৪০ জন সমবায়ীর মধ্যে ১০০ জন সমবায়ীর প্রতিজনকে ১৫০০০/- টাকা করে মোট ১৫,০০,০০০/- টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা একটি আবর্তক ঋণ তহবিল হিসেবে সমবায়ীদের মধ্যে চালু রাখা হবে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় টেইলারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০০ জন মহিলা সমবায়ী সদস্যকে ৩০০ টি সেলাই মেশিন বিনামূল্যে বিতরণ করে তাদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা হয়েছে।

দেশের অবশিষ্ট ৪৩টি জেলা সমবায় কার্যালয়ে ডাটাবেইজ ও এমআইএস ব্যবস্থা বিস্তৃতকরণ, আধুনিক অডিট ও হিসাব পদ্ধতি সম্পর্কে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ দান এবং সংস্থাপনকৃত ডাটাবেইজ ও এমআইএস ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকল্পে এবং সমবায়ীদেরকে আয়বর্ধনমূলক ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণদানের জন্য প্রকল্পটির ২য় পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশাকরা যায় প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্য বিমোচন কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

২। সমবায় ভবন নির্মাণ কর্মসূচীঃ

বর্তমানে দেশে বিদ্যমান প্রায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ১ কোটি সমবায়ী সদস্যের পুঞ্জিভূত অর্থ লাভজনক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর আলোকে বিধিবদ্ধ দায়দায়িত্ব সমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা, সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে সমবায়ীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নসহ সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টি কল্পে সমবায় অধিদপ্তরের জন্য একটি নিজস্ব অফিস ভবনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করাই হচ্ছে এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে রাজস্ব কর্মসূচী হিসাবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমবায় ভবনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এক নজরে প্রকল্পটির বিস্তারিত তথ্য নিচে দেয়া হ'ল :

কর্মসূচীর বাজেট : প্রস্তাবিত ঃ ৩৫.৭৩ কোটি টাকা ।
অনুমোদিত ঃ ২৯.৪১ কোটি টাকা ।
সংশোধিত ঃ ৪৪.৭৩ কোটি টাকা।

কর্মসূচীর মেয়াদ: মূলঃ জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০০৬ পর্যন্ত।
সংশোধিতঃ জুলাই, ২০০৩-২০০৮ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা : আগারগাঁওস্থ সিভিক সেক্টর, প্লট নং-এফ-১০/এ, এফ-১০/বি, শেরেবাংলা নগর,ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি :

"সমবায় ভবন কর্মসূচী" বাস্তবায়নের জন্য ২০০৬-০৭ সালে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০.০৯ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সম্পূর্ণ অর্থ (১০.০৯ কোটি টাকা) অবমুক্ত করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত করা হয় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর মোট ৯.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। অব্যয়িত ৫১.৩১ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে । জুন '০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের পরিমান ছিল ২৮.৮৯ কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ২৯.৪১ কোটি টাকা হতে ২৮.৮৯ কোটি টাকা দ্বারা গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত বিস্তারিত প্রাক্কলন অনুযায়ী ১৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ বেজমেন্ট ফ্লোর ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭ম তলার আংশিক নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ বেজমেন্ট ফ্লোর ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে ভবনটি ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ৭ম তলার (আংশিক) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক একটি প্রকল্প ও একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

৩। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদীঃ

প্রকল্পের নাম ঃ আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী।
বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০০৫-জুন,২০০৮
এডিপি বরাদ্দ ঃ মূল- ১০৭৫.৪০ লক্ষ টাকা
সংশোধিত-১১৬৯.২৫ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

গত ৫ আগষ্ট ২০০৬ তারিখে সাবেক মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প নরসিংদী এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ঢাকা বিভাগের সমবায়ীদের ও সমবায় বিভাগের কর্মচারিদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নরসিংদী জেলায় এ প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটি ২০০৫-২০০৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি) এর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট নির্মান প্রকল্প, নরসিংদী এ প্রশাসনিক ভবন, হোস্টেল ভবন, অধ্যক্ষের বাস ভবন, কর্মচারিদের আবাসিক ভবন নির্মান করা হচ্ছে। এতে একসংগে ৯০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে। যার মধ্যে একটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে, যেখানে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে এবং ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা আছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২২ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারি প্রয়োজন হবে। মোট ৩.১৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৬-০৭ সালের ৩০ জুলাই পর্যন্ত বাউন্ডারী ওয়াল, মাটি ভরাট ও প্রশাসনিক ভবনের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। আবকাঠামোগত অগ্রগতি ১০%, ১৫% ও ২০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কাজ চলমান। চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পে ১(এক)কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৪। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) ঃ

গ্রামের সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষকে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে পেশা ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি করতঃ তাদের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরকারী সকল সেবা গ্রামের জনগোষ্ঠির নিকট পৌছানো তথা গ্রামকেই সকল উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০০৫ -জুন ২০০৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া। প্রকল্প এলাকা নির্ধারিত হয়েছে ১৮ টি জেলার ২১ টি উপজেলার ১৫৭৫ টি গ্রাম। এর মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর অংশে ৭ টি জেলার ৭ উপজেলায় ৫২৫ টি গ্রাম। মোট প্রকল্প ব্যয় ২৪৬৫.৩০ লক্ষ টাকা। এতে সমবায় অধিদপ্তরের অংশে ৭৮৮.৯৯ লক্ষ টাকা।

উপরোক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত আশ্রয়ন প্রকল্প ও বাস্তবায়নাধীন আবাসন প্রকল্পের ঋণ কর্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আশ্রয়ন ও আবাসন গ্রাম সমূহে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উক্ত গ্রামগুলোর পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন করা হয়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে আশ্রয়ন ও আবাসন প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমের বিবরন নিম্নে তুলে ধরা হ'লঃ

আশ্রয়ন সমবায় ঃ

বছর	বিতরণকৃত ঋণ (লক্ষ টাকা)	আদায়কৃত ঋণ (লক্ষ টাকা)	ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
২০০৬-০৭	২৫৫৯.৫০	১৭২৯.৪৭	১৫২৩৯	১৪১৬৭	২৯৪০৬

আবাসন সমবায় ঃ

বছর	বিতরনকৃত ঋণ (লক্ষ টাকা)	আদায়কৃত ঋণ (লক্ষ টাকা)	ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
২০০৬-০৭	৮১২.৮৮	২৭৪.৬১	৭৩৩৩	৫৯৩২	১৩২৬৫

সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ

সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য এ অধিদপ্তরে বেশ কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হ'ল।

- সমবায় অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেনীর শুন্যপদ পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে ও স্বল্প সময়ে সম্পাদন কল্পে সিলেট ও বরিশালে ২ টি বিভাগীয় সমবায় দপ্তর চালু করণ।
- দেশের অকার্যকর সমবায় সমিতি গুলোর জন্য একটি দ্রুত অবসায়ন পদ্ধতি চালু করনের জন্য পরামর্শক হতে প্রাপ্ত সুপারিশ মালা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধিমালায় অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা সমবায় কার্যালয় পর্যন্ত ডাটাবেইজ ও এমআইএস ব্যবস্থা সম্প্রসারন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
- সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বিতরণকৃত ক্ষুদ্র ঋণ এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় সরকারের ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্য ঋণ সমবায়ীদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বিতরণ সম্পর্কিত সমবায় অধিদপ্তরের ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন।
- সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত এমআইএস ও ডাটাবইজ ব্যবস্থা ২১ টি জেলা, ৪ টি বিভাগ ও সদর কার্যালয়ে পূর্নাঙ্গরুপে চালুকরণ এবং দেশের অবশিষ্ট ৪৩ টি জেলা ও ২ টি বিভাগীয় কার্যালয়কে এমআইএস ও ডাটাবেইজ ব্যবস্থায় সম্প্রসারণ।
- প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন । এ লক্ষ্যে সারা দেশের ৭০ টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রবাহ চালুকরণ।
- দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব আনয়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর সমর্থনপুষ্ট কৃষক সমবায় সমিতি সমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত গবেষণা জরীপ পরিচালনা।
- সমবায় সেক্টরে ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমবায় সেক্টরের উপর একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুকরণ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। গ্রামের উন্নতির সঙ্গে নিহিত রয়েছে এ দেশের উন্নয়ন। অবহেলিত, বঞ্চিত গ্রামবাসীদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে ১৯৫০ দশকের শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের ভি-এইড কর্মসূচী ছিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। ভি-এইড কর্মসূচীর বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত জ্ঞান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তদানিন্তন সরকার ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই একাডেমী বাস্তব প্রয়োজনে ভি-এইড কর্মসূচী থেকে বিযুক্ত হয়ে নিজস্ব পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনার মত ত্রিমুখী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এক অনন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কালক্রমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন সৃষ্টি, জাতিগঠনমূলক বিভাগের সাথে এর আন্তঃযোগাযোগ, সেচ, উন্নত বীজ, সারসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বার্থক সমবায় আন্দোলনের জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী অর্জন করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর সমবায়, সেচ কর্মসূচী, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ইত্যাদি দেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ বার্ডের এ সকল কর্মসূচী নিজেদের দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করেছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমীর গবেষণালব্ধ ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির কাজে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা ও উদ্যোক্তা সংস্থাকে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা, অন্যান্য কর্ম-সম্পাদন ও পরিচালনায় নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে একাডেমী গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিরলসভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

২। কার্যাবলীঃ

একাডেমীর উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছেঃ

ক) পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসংগিক বিষয়ে গবেষণা;

খ) সরকারী কর্মকর্তা ও পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

গ) উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা ও মতবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবন;

ঘ) পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচী ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন;

ঙ) পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান;

চ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা;

ছ) দেশী ও বিদেশী ছাত্রদের গবেষণা কাজে পরামর্শ দেয়া ও কাজ তদারকী করা; এবং

জ) সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করা।

৩। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে বার্ড কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) ২০০৬-২০০৭ সালে বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে বার্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার,অবহিকরণ কোর্সের সংখ্যা ১৬৪টি। এতে সর্বমোট ৬,৮৮২ জন দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পভুক্ত এলাকার মাঠ পর্যায়ের সুফলভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, অবহিতকরণ ও সংযুক্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে গত দুই বছরের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরণ	২০০৪-২০০৫				২০০৫-২০০৬				২০০৬-২০০৭			
	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
ক) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (৪ মাস মেয়াদী)	৩	১২৭	৯	১৩৬	২	৬৭	১৩	৮০	২	৭১	৯	৮০
খ) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (২ মাস মেয়াদী)	৩	১৩৯	৪৮	১৮৭	৩	১২৭	১৬	১৪৩	১০	৩০৪	১৪	৩১৮
গ) একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কোর্স												
১) ৩ সপ্তাহ মেয়াদী	১	৪	২	৬	-	-	-	-				
২) ২ সপ্তাহ মেয়াদী	২	২২	৩	২৫	২	১৬	২	১৮	১	১৭	৫	২১
৩) ১ সপ্তাহ মেয়াদী	৬	১৫৩	৩৫	১৮৮	৫	৬১	২১	৭৮	৫	৮৭	১৮	১০৫
৪) ১ সপ্তাহের কম মেয়াদী	১	১৬	২	১৮	১	৪০	১৮	৫৮	-	-	-	-
ঘ) অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স (দেশীয়)												
১) ৪ সপ্তাহ মেয়াদী	৮	৪২২	৮৫	৫০৭	৩	২৫	১১৫	১৪০	৮	৮৮	২০২	২৯০
২) ৩ সপ্তাহ মেয়াদী	২	-	৩৯	৩৯	-	-	-	-	-	-	-	-
৩) ২ সপ্তাহ মেয়াদী	১	-	৪০	৪০	১৩	৩২৬	১৪৫	৪৭১	৩০	৩৪০	৪৪২	১০৮২
৪) ১ সপ্তাহ মেয়াদী	১	৪২	-	৪২	৬	২৩৩	৭৫	৩০৮	৩৭	৯৭৮	৫৬০	১৫৩৮
৫) ১ সপ্তাহের কম মেয়াদী	২৪	৬৮১	১২৯	৮১০	৩১	৭৮২	৩৬৩	১১৪৫	৪৩	১২১৭	৬০১	১৮১৮
৬) প্রকল্প পর্যায়ে প্রশিক্ষণ	১৪	৪০	৬০৪	৬৪৪	২২	১৪০	৮২৮	৯৬৮	১৬	৬৫	৫৩২	৫৯৭
ঙ) কর্মশালা/ সেমিনার/ সম্মেলন	৭১	২৫৩৭	১৬৭৬	৪২১৩	৫	২৮৮	২৩	৩১১	৮	৫০৫	৪৬৮	৯৭৩
চ) আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ												
১) ২ সপ্তাহ মেয়াদী	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১৬	১	১৭
২) ১ সপ্তাহ মেয়াদী	২	১৮	৭	২৫	৩	২২	১০	৩২	১	১৫	২	১৭
৩) ১ সপ্তাহের কম মেয়াদী	১৫	১৭০	৪০	২১০	২	১৯	৭	২৬	২	১৬	১০	২৬
মোট	১৫৪	৪৩৭১	২৭১৯	৭০৯০	৯৮	২১৪৬	১৬৩৬	৩৭৭৮	১৬৪	৩৭১৯	২৮৬৪	৬৮৮২

ক) আন্তর্জাতিক সেমিনার/ কর্মশালা/ সম্মেলনঃ

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের জন্য "Emerging Threats and Opportunities of Globalization for Rural Development: Defing the D-8 Future Rural Development Agenda" শীর্ষক ১টি আন্তর্জাতিক কর্মশালা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও বার্ডের যৌথ আয়োজনে বিগত ২৪-২৮ জুন ২০০৭ সময়ে বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মিশর, ও স্বাগতিক বাংলাদেশ থেকে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন ।

খ) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/ কর্মশালা/ সম্মেলনঃ

বার্ড ও জেএডিই, জাপান এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সময়ে দেশী ও বিদেশী উচ্চ পর্যায়ের ৮৫ জন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে "Research Dissemination of Ecological Sanitation: An Intermediate

Technology for Environmental Management” শীর্ষক ১টি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে দেশের বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন ৪৫ জন কর্মকর্তা ও বার্ড অনুষদ সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একাডেমীর উদ্যোগে “Coping poverty with gender and age” শীর্ষক ১টি সেমিনার এবং বিগত ২৩ জুন ২০০৭ তারিখে ৪০ জন উর্ধ্বতন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তার অংশগ্রহণের “ Research Highlights of BARD ” শীর্ষক ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

বিগত ২৬-২৭ জুলাই ২০০৬ সময়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং উচ্চ পর্যায়ের ১২০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে একাডেমীর ৪০তম বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বার্ডের রাজস্বভুক্ত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে বিগত ২৫/০৬/২০০৭ সময়ে বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন (২০০৬-২০০৭) অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০০ জন গ্রামকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

গ) আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণঃ

বিগত ৯-২১ এপ্রিল ২০০৭ সময়ে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট (COMSEC) এর উদ্যোগে Commonwealth ভুক্ত দেশসমূহের ১৭ জন কর্মকর্তার জন্য “Good Governance in Rural Development ” শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স বার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঘ) জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণঃ

বার্ডের নিজস্ব অর্থায়নে এবং জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় বিবেচ্য বছরে বার্ড ১৬০টি জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এতে মোট ৬৮৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোর্সগুলো নিম্নরুপ:

ক্র নং	উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারী	কোর্সের সংখ্যা
ক)	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীগণ	২টি
খ)	বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	এলজিইডি-র প্রকৌশলীবৃন্দ	৬টি
গ)	বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ	২টি
ঘ)	স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স Development Project Planning and Management (DPPM); Development Management; Team Building, Leadership and Mind Set Change for Development; Mainstreaming Gender in Development Planning; Research Methodology for Social Science Researchers; এবং গুণগত মান সম্মত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পরিকল্পিত পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল)	সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের কমকর্তাবৃন্দ	৬টি
ঙ)	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ	৪৪টি
চ)	পাবসসের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	পাবসসের কর্মকর্তা কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দ	১৪টি
ছ)	Training of Trainers	CBRMP Officials	১টি
জ)	Training of Trainers	SIFAD-2 প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ	৩টি
ঝ)	Administrative and Finical Management	জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের মূখ্য ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ	১টি
ঞ)	Attachment Prgoramme on Rural Development and Poverty Alleviation	BPATC, NAEM এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৪টি

(২) **গবেষণা কার্যক্রমঃ**

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে বার্ডের ৪০তম পরিকল্পনা সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে ০৬টি গবেষণা পরিচালনার প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। এর মধ্যে ০৩টি গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, ০২টি গবেষণার সারণীকরণ এবং ০১টি গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে। তাছাড়া উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ০৫টি গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে ০৪টি গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উদ্যোক্তা সংস্থার নিকট দাখিল করা হয়েছে, এবং অবশিষ্ট ০১টি গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

২০০৬-০৭ অর্থ বছরে গৃহীত গবেষণাগুলো হলোঃ

1. Culture Communication and Social Network of Process of Tipra Community in Bangladesh.
2. Peasants, Power and Policies: Faction Grouping of Change of Power in Bangladesh.
3. Empowering Women through Women's Organization: A Case Study.
4. Structure and Performance of Small and Medium Scale Agro Processing Industies in Bangladesh.
5. Managing Social Safety Net Programme of the Local Level: An Analysis of Existing Practices.
6. Wage and Self-employment Program for Rural Developemnt: A Study of GO and NGOs.

(৩) প্রকল্প কার্যক্রমঃ

ক) মহিলা শিক্ষা,আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

- প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। নারীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র/ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি, অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা এবং পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া। গ্রামের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মনোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সঠিক দিক নির্দেশনার একটি মডেল উদ্ভাবন করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

- **অগ্রগতি ও সাফল্যঃ**

এই প্রকল্পের অধীনে বিবেচ্য সময়ে ১৯টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১৯টি সংগঠনের ২০০৬-২০০৭ সময়ে শেয়ার সঞ্চয় একত্রে ২,৬০,০১৪.০০ টাকা হয়েছে। ১৯টি গ্রাম সংগঠনের ৬৮২টি পরিবারের ৮৩৯ জনকে সদস্যভুক্তি করা হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্মকান্ডে সদস্যদের নিজস্ব তহবিল হতে সর্বমোট ১৪০ জন সদস্যের মাঝে ৭,৪৮,০০০.০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

খ) সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সেনিটেশন উন্নয়ন প্রকল্পঃ

- **প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলে পরিবেশ বান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই ইকোটয়লেটে উৎপাদিত মানব প্রশ্রাব ও শুকনা মল জমিতে ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা।

- **অগ্রগতিঃ**

সিভিডিপিভুক্ত চারটি গ্রামে ১৫টি ইকোটয়লেট্ স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকগণ মানব প্রশ্রাব ও শুকনা মল জমিতে ব্যবহার শুরু করেছে। প্রকল্পের উদ্যোগে ঢাকায় ১টি সেমিনার ও একাডেমীতে ১টি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির কলেবর বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে দাতা সংস্থার উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবনা তৈরীর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শীঘ্রই JICA এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবে । চুক্তি সম্পাদিত হলে ছয়টি গ্রামে আরো ১০০ টি টয়লেট স্থাপন করা হবে।

গ) জনসংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building of Peoples Organisation –CBPO)

সিরডাপের অর্থায়নে পরিচালিত ”Capacity Building of Peoples Organisation ” প্রকল্পটি কুমিল্লা সদর উপজেলার আমড়াতলী ইউনিয়নের ২টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে দলগঠন, সদস্যভুক্তি, পুঁজি গঠন, ঋণ প্রদান ও আয় এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

- **অগ্রগতিঃ**

এই প্রকল্পের অধীনে বিবেচ্য সময়ে ০১টি দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে দলের সদস্যদের আদাযকৃত শেয়ার সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ টাকা। এই সময়ে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্মকান্ডে প্রকল্প তহবিল হতে সদস্যের মাঝে ১৪,০০,০০০.০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৮,০০,০০০.০০ ঋণ আদায় করা হয়েছে।এছাড়াও আলোচ্য সময়ে ৭৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) **Development of Physical Facilities for Strengthening BARD Activities** শীর্ষক প্রকল্পের প্রথম বৎসরের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং **Poverty Reduction and Sustainable Development through Promising Technology** শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঙ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) প্রকল্পের বার্ড অংশের মাধ্যমে কুমিল্লা,নারায়ণগঞ্জ এবং সিলেট জেলার ৪টি উপজেলায় জাতীয় মডেল হিসেবে বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই বিষয়ক প্রতিবেদন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিবেদন অংশে দেয়া হয়েছে।

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ।

ভূমিকা ঃ

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মানদন্ডে বর্তমানে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান । ১৯৭৪ সনের জুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় । জন্মলগ্ন থেকেই এই একাডেমী পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে । গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অন্যতম মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে । এছাড়া, পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক গবেষণা ও উদ্যোক্তা সংস্থাগুলোকে আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন, সেমিনার, কর্মশালা সংগঠন, গবেষণা ও অন্যান্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনায় একাডেমী লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পল্লী উন্নয়ন সম্পৃক্ত বিষয়ে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে ।

উদ্দেশ্যঃ

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রকাশনা ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান ও পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অধিকতর ফলপ্রসু করে তোলা ।

একাডেমীর দায়িত্ব ঃ

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা একাডেমীর অন্যতম দায়িত্ব । একাডেমী প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত ১৯৯০ সালের ১০ নম্বর আইনের ৭ ধারা মোতাবেক একাডেমীর দায়িত্বাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পল্লী উন্নয়নের কৌশল ও ক্রিয়া পদ্ধতির উপর পরীক্ষা ও তথ্যানুসন্ধান করা;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন করা;
- সরকার ও অন্যান্য সংস্থাকে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া;
- পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগণের কার্যাবলী পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা;
- জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
- পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সরকারকে সাহায্য করা;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশী বা আর্ন্তজাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করা ।

৩। আরডিএ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ঃ

(১) প্রশিক্ষণ

একাডেমী ২০০৬-২০০৭ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিজস্ব উদ্যোগে এবং বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যৌথ উদ্যোগে মোট ১২২টি কোর্স পরিচালনা করে। এ সকল কোর্সে সর্বমোট ৫,২৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকরীদের মধ্যে ৩,২৭০ জন (৬২.২৫%) পুরুষ এবং ১,৯৮৩ জন (৩৭.৭৫%) মহিলা। বিগত বছরে একাডেমীর নিজস্ব ও যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

প্রশিক্ষণ সার-সংক্ষেপ ২০০৬-২০০৭

ক্রমিক নং	উদ্যোক্তা	কোর্সের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
				পুরুষ	মহিলা	মোট	
১।	পউএ, বগুড়ার নিজস্ব উদ্যোগে ও একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	(ক) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন/সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স	২১	৪২০ (৬৬.৬৭%)	২১০ (৩০.১৭%)	৬৩০ (১০০%)	৫৪৫৮
		(খ) প্রকল্প পর্যায়ের প্রশিক্ষণ	১১	৩৩১ (৬৯.৮৩%)	১৪৩ (৩০.১৭%)	৪৭৪ (১০০%)	৩৫৭৮
		(গ) সেমিনার/সম্মেলন	০৩	২৪৩ (৮৩.৫১%)	৪৮ (১৬.৪৯%)	২৯১ (১০০%)	৩৯৬
		মোট=	**৩৫**	**৯৯৪ (৭১.২৫%)**	**৪০১ (২৮.৭৫%)**	**১৩৯৫ (১০০%)**	**৯৪৩২**
২।	যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	(ক) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চাকুরীকালীন/ পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স	৭১	১৬৭৭ (৫৪.২২%)	১৪১৬ (৪৫.৭৮%)	৩০৯৩ (১০০%)	২৬৪৩২
		(খ) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অবহিতকরণ কোর্স/মাঠ সংযুক্তি/ শিক্ষাসফর	১৬	৫৯৯ (৭৮.৩০%)	১৬৬ (২১.৭০%)	৭৬৫ (১০০%)	২১৬৩
		মোট=	৮৭	২২৭৬ (৫৯%)	১৫৮২ (৪১%)	৩৮৫৮ (১০০%)	২৮৫৯৫
		সর্বমোট=	১২২	৩২৭০ (৬২.২৫%)	১৯৮৩ (৩৭.৭৫%)	৫২৫৩ (১০০%)	৩৮০২৭

* প্রশিক্ষণ জন দিবস = কোর্সের মেয়াদকাল (দিন) x অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা।

একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ (জুলাই ২০০৬ -জুন ২০০৭)

(২) একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত দক্ষতা/ পেশাগত উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স

ক্রমিক নং	কোর্সের শিরোনাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ জন দিবস	অংশগ্রহণকারীর ধরণ
				পুরুষ	মহিলা	মোট			
	দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ								
১.	বীজ আলু উৎপাদন প্রযুক্তি এবং বাজারজাতকরণ	পউএ, বগুড়া	১	২৪	৬	৩০	১০	৩০০	বীজ আলু উৎপাদক ও একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী ।
২.	ডাল ও তৈলবীজ শস্যের আধুনিক চাষ প্রযুক্তি	পউএ, বগুড়া	১	২৬	৪	৩০	১০	৩০০	বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ ।
৩.	গবাদি ও হাঁস-মুরগী পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ	পউএ, বগুড়া	১	২৯	১	৩০	৪২	১২৬০	শিক্ষিত বেকার যুবক ও মহিলা এবং একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী ।
৪.	বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জি ও কলা চাষ	পউএ, বগুড়া	১	৬	২৪	৩০	১২	৩৬০	বেকার যুবক ও যুব মহিলা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ ।
৫.	উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ হস্তান্তর প্রযুক্তি	পউএ,বগুড়া	১	২৮	২০	৩০	১২	৩৬০	আগ্রহী মৎস্য চাষী ও বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ ।
৬.	উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ হস্তান্তর প্রযুক্তি অবহিতকরণ কোর্স	পউএ,বগুড়া	১	২৫	-	২৫	৩	৭৫	আগ্রহী মৎস্য চাষী ও বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ ।
৭.	ভূট্টা চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি হস্তান্তর	পউএ, বগুড়া	১	২৫	৫	৩০	১০	৩০০	আগ্রহী ভূট্টা উৎপাদক ও একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী ।
৮.	জৈব সার উৎপাদন প্রযুক্তি	পউএ, বগুড়া	১	১৯	১১	৩০	৫	১৫০	একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী ।
৯.	দারিদ্র বিমোচনে উন্নত মসরুম উৎপাদন প্রযুক্তি	পউএ, বগুড়া	১	১১	১৯	৩০	১০	৩০০	শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলা ।
১০.	ফল ও সব্জি প্রত্রিয়াজাতকরণ,	পউএ,বগুড়া	১	৫	২৫	৩০	১০	৩০০	শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব

ক্রমিক নং	কোর্সের শিরোনাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ জন দিবস	অংশগ্রহণকারীর ধরণ
				পুরুষ	মহিলা	মোট			
	সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ								মহিলা।
১১.	জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট	পউএ,বগুড়া	১	২৫	৫	৩০	৩	৯০	একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলভোগী ।
১২.	উদ্যান নার্সারী উন্নয়ন প্রযুক্তি	পউএ, বগুড়া	১	২৩	৭	৩০	৫	১৫০	শিক্ষিত বেকার যুবক ও মহিলা এবং একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের সূফলভোগী ।
১৩.	বীজ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কোর্স	পউএ, বগুড়া	১	১০	২০	৩০	১	৩০	প্রকল্পের সুফলভোগী
১৪.	মৌমাছি পালনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন	পউএ, বগুড়া	১	২৩	৭	৩০	১০	৩০০	গ্রাম্য শিক্ষিত বেকার যুবক যারা মধু সংগ্রহে আগ্রহী ব্যক্তিবৃন্দ
১৫.	পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	পউএ,বগুড়া	২	৪২	১৮	৩০	৩	১৮০	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/সদস্যা, শিক্ষক, ইমাম প্রকল্পের নেতৃবৃন্দ ।
১৬.	উন্নয়নে নারী ঃ ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ	পউএ, বগুড়া	১	-	৩০	৩০	৩	৯০	একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের নারী নেতৃবৃন্দ ।

ক্রমিক নং	কোর্সের শিরোনাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ জন দিবস	অংশগ্রহণকারীর ধরণ
১৭.	গবাদি ও হাঁস-মুরগী পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা রিফ্রেসার	পউএ,বগুড়া	১	৩৫	১	৩৬	৩	১০৮	গ্রামীণ শিক্ষিত যুবক ।
১৮.	সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	পউএ, বগুড়া	১	২৯	-	২৯	৫	১৪৫	প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভাপতি, ম্যানেজার ও সদস্য ।
১৯.	যৌতুক নিরোধ ও সচেতনতাবৃদ্ধি	পউএ,বগুড়া	১	১০	২০	৩০	২	৩০	একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের মহিলা সুফলভোগী ।
২০.	মাদকাসক্তি বিরোধী সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক অবহিতকরণ কোর্স	পউএ,বগুড়া	১	২৫	৫	৩০	১	৩০	ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, ইমাম, শিক্ষক এবং একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের নেতৃবৃন্দপ ।
	মোট=		**২১**	**৪২৪**	**২০৬**	**৬৩০**	**-**	**৫৪৫৮**	

(৩) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চাকুরীকালীন/পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০০৭)

ক্রমিক নং	কোর্সের শিরোনাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ জন দিবস	অংশগ্রহণকারীর ধরণ
				পুরুষ	মহিলা	মোট			
১.	বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	৫	৪১	১৪৭	১৮৮	১২	২২৫৬	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
২.	গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	৪	৮৫	৬৯	১৫৪	১৩	২০০২	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৩.	মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	৪	১৫৮	১৫৮	৩১৬	৩৮	১২০৮	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৪.	প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার প্রশিক্ষণ	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	২	৬৮	১২	৮০	৩০	২৪০০	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৫.	গরু ও ছাগল মোটাতাজাকরণ কোর্স	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	৬	৭৬	১০১	১৭৭	৫	৮৮৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৬.	হাঁস-মুরগী পালন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	৭	৫৭	১৯৮	২৫৫	৬	১৫৩০	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৭.	গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কোর্স	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	৪	৬১	৮২	১৪৩	১৪	২০০২	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৮.	উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্থান্তর প্রশিক্ষণ কোর্স	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	৫	১৪৮	৩৩	১৮১	১০	১৮১০	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
৯.	উদ্যান নার্সারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	১	২৫	১৩	৩৮	-	৩৮০	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
১০.	জাংলায় সবজি চাষ	পল্লী প্রগতি প্রকল্প ও পউএ, বগুড়া	১	১০	২৪	৩৪	১৫	৫১০	পল্লী প্রগতি প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ
১১.	ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা	এনসিডিপি, ডিএই ও পউএ,বগুড়া	২	৫৬	-	৫৬	৩	১৬৮	উপজেলা কৃষি অফিসারবৃন্দ
১২.	টিওটি কোর্স অন প্রোডাকশন পোষ্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড মার্কেটিং	এনসিডিপি, ডিএই ও পউএ,বগুড়া	১	২৫	৫	৩০	৫	১৫০	ফিল্ড লেভেল অফিসার
১৩.	স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ	সৌহার্দ্য কর্মসূচী কেয়ার, বাংলাদেশ ও পউএ,বগুড়া	১২	২১৯	৬৪	২৮৩	৪	১১৩২	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব
১৪.	ড্রাইরান শেসন অন দি ট্রেনিং কোর্স অন এলইবি	সৌহার্দ্য কর্মসূচী কেয়ার, বাংলাদেশ ও পউএ,বগুড়া	১	১২	৩	১৫	২	৩০	পউএ, বগুড়া অনুষদ সদস্য

ক্রমিক নং	কোর্সের শিরোনাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ জন দিবস	অংশগ্রহণকারীর ধরণ
				পুরুষ	মহিলা	মোট			
১৫.	টট অন এলসিএস ট্রেনিং কোর্স	এলজিইডি	৪	১২৮	৪	১৩২	৩	৩৯৬	সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সোসিও ইকোনমিষ্ট

ক্রমিক নং	কোর্সের শিরোনাম	উদ্যোক্তা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			মেয়াদ (দিন)
১৬.	ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিসিমিনেশন অফ ওয়াটার সেভিং এন্ড টেকনোলজি ইন সাউথ এশিয়া	ইরি, ফিলিপাইন এন্ড এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও পউএ	১	৪৭	৩	৫০	৩
১৭.	খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা কোর্স	এলজিইডি ও পউএ, বগুড়া	৬	১২৯	৩৫	১৬৪	৩
১৮.	পার্টিসিপেটরী সীড প্রোডাকশন এন্ড প্রিজারভেশন ম্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	ওমেন লীড সীড বিজনেস প্রজেক্ট	২	১০	২০	৩০	২
১৯.	পার্টিসিপেটরী ভ্যারাইটি সিলেকশন আন্ডার ওয়াটার সেভিং প্রজেক্ট	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এডিপি এন্ড ইরি, ফিলিপাইন	১	৬৪	১১	৭৫	১
২০.	সবজি বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি	ওমেন লীড সীড বিজনেস প্রজেক্ট	১	২০০	২০০	৪০০	১
২১.	ওরিয়েনটেশন অন ফাউন্ডেশন সীড এবং সীড বিতরণ	ওমেন লীড সীড বিজনেস প্রজেক্ট	১	২২০	২৩০	৪৫০	১
২২.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ২৫তম বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পউএ, বগুড়া	১	৫৩	৭	৬০	৬০
	মোট		৭২	১৮৯২	১৪১৯	৩৩১১	-

৪। গবেষণা

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে একাডেমী কর্তৃক মোট ১৮টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়। গবেষণা প্রকল্পগুলো পূর্ব বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই ১৮টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ৬টি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হতে পরিচালিত এবং বাকি ১২টি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত। গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নে সাবণীতে দেওয়া হলো ঃ

Sl. No.	Name of the Research Projects	Researcher (s)	Sponsors	Progress
1.	Causes and Consequences of Resource Transfer from Rural to Urban and Urban to Rural Areas	M. Fazlul Haq Md. Mazharul Anowar	RDA	Draft report completed
2.	Participation of UP Women Members in Development	Shikha Rani Sarker AKM Khairul Alam	RDA	Draft report completed
3.	Cost and Quality Analysis of Dug well and DTW Water at RDA Demonstration Farm	M A Matin Md. Nazrul Islam Khan Md. Ferdous Hossain Khan Md. Abid Hossain Mridha	RDA	Draft report completed
4.	Production and Performance Testing of Disease Free Potato Seed production in RAD Biotechnology Laboratory	Md. Feroz Hossain Md. Mizanur Rahman	RDA	Draft report completed
5.	Utilisation of Ditches for Fish Culture : A study in Bogra District	Md. Nural Amin Md. Macksood Alam Khan	RDA	Draft report completed
6.	দরিদ্র মহিলাদের অবস্থা পরিবর্তনে "পল্লী উন্নয়নে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প" এর প্রভাব	নার্গিস জাহান	RDA	Draft report completed
7.	Impact of Information Technology (IT) on Socio-economic Changes of Rural Population	Sk. Saeem Ferdous	RDA	Tabulation stage
8.	Knowledge. Attitude and Practice of Rice Farmers towards Certified Seed: A Study in Bogra District	Md. Khalid Aurangozeb Md. Abdul Majid Pramanik	RDA	Tabulation stage
9.	Effects of Nalka-Bonpara Highway on Rural Economy: A Case Study of the Chalan Beel	Shaikh Mehdee Mohammad Shaikh Shahriar Mohammad	RDA	Tabulation stage
10.	Prospects of Mushroom Cultivation in the Northern Region of Bangladesh.	Md. Mizanur Rahman	RDA	Tabulation stage
11.	Factors Responsible for Declining of Pulses and Oilseeds Cultivation in the North-West Bangladesh.	Dr. Habibur Rahman Shaikh shahriar Mohammad	RDA	Data Collection stage
12.	Multiple Leasing out System of Mango Cultivation: An	Dr. Md. Munsur Rahman	RDA	Data

	Economic Analysis	Md. Mohiuddin		Collection stage
13.	Chairman-Member Relationship in Functioning Union Parishad Activities.	Md. Shafique Rashid	RDA	Data Collection stage
14.	Challenges and Opportunities of Women Entrepreneurship in Seed Sector	AKM Zakaria Rafia Aktar	RDA	Data Collection stage
15.	Restudy of Aira Village	Md. Feroz Hosssain Dr. Md. Abdur Rashid	RDA	Data Collection stage
16.	Impact of Training on Vegetable Production Management in Selected Areas of Bangladesh.	Dr. Ranajit Chandra Adhikary	RDA	Data Collection stage
17.	Technical and Economic Viability of RDA Demonstration Farm: A Time Series Analysis	Md. Nazurl Islam Khan Md. Khalid Aurangozeb Md. Abdul Majid Pramanik Mir Altaf Hossain	RDA	Proposal prepared
18.	Impact of Training on Livestock, Poultry Rearing and Primary Treatment	Sk. Fazlul Bari	RDA	Proposal prepared

সাধারণতঃ একাডেমীর রাজস্ব বাজেট হতে গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়ন হয়ে থাকে। এছাড়াও বাইরের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে যৌথভাবে গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয় এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করে থাকে। কিন্তু এ বছরে সমস্ত প্রকল্পের অর্থায়ন একাডেমীর রাজস্ব খাত হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

গত ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরে ৭টি গবেষণা প্রকল্পের কাজ চুড়ান্তভাবে সমাপনান্তে একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে প্রকাশিত গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম ও লেখকের নাম প্রদত্ত।

(২) List of Research Publicatons of RDA (2006-2007)

Sl. No.	Name of Research Report	Researcher(s)	Sponsor
1.	Socio-economic Impact of Migration: A Study in Bogra District	Md. Habibur Rahman	RDA
2.	Brood Stock Management and Fish Seed Production in Bogra district	Md. Nurul Amin	RDA
3.	Sustainable Soil Management at RDA Farm Composting of Organic Residues and Their Effects of Rice Yield and Soil Fertility	Dr. Md. Abdur Rashid	RDA
৪.	বাণিজ্যিকভাবে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পরিচালিত একটি সমীক্ষা	সেখ ফজলুল বারী	RDA
5.	Adaptive Trial Hybrid (F1) Rice Seed Production at the level Barind Environmental Conditions	Dr. Md. Abdur Rashid Md. Khalid Aurangozeb Md. Abdul Majid Pramanik	RDA
6.	Women's Reproductive Health : Services Available in the Rural Areas	Md. Abdul Khaleque Nargis Jahan	RDA
7.	Finding out N-minimizing Threshold Leaf Colour Chart (LCC) Values for Transplanted Aman and Boro Rice; *Investigators's Guiding Tool to LCC-Technology*	Dr. Habibur Rahman	RDA

## ৫।	প্রায়োগিক গবেষণা

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পাশাপাশি একাডেমী পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে লাগসই কৌশল উদ্ভাবনের নিমিত্তে প্রায়োগিক গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। সরকারী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আর্থিক অনুদানে এসব প্রকল্প পরিচালনা করা হয়। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত ৪টি প্রকল্প একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ৪টি হলো ঃ (১) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প, (২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ার ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প, (৩) দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং (৪) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (আরডিএ অংশ)। এছাড়া এডিপি বহির্ভূত আরও ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প ৫টি হলো ঃ (১) উইমেন লীড সীড বিজনেস (ওয়াইজ) প্রজেক্ট, (২) গুড সীড ইনশিয়েটিভ (জিএসআই) ইন সাউথ এশিয়া ডিজিটাল ভিডিও আইসিটি প্রজেক্ট, (৩) রুরাল প্লান্ট ক্লিনিক, (৪) ভেলপমেন্ট এন্ড ডিস্সিমিনেশন অব ওয়াটার-সেভিং রাইস টেকনোলজিস ইন সাউথ এশিয়া: আরডিএ, বাংলাদেশ এবং (৫) সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)।

(১)	সরকারী অর্থায়নে আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ঃ

প্রকল্পের শিরোনাম	ঃ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পলী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	ঃ ১ জুলাই ২০০৫ - ৩০ জুন, ২০০৮।

প্রকল্প ব্যয়	ঃ টাকা- ২৪০৯.২২ লক্ষ।

প্রকল্প এলাকা	ঃ সমগ্র বাংলাদেশ (দেশের বৃহত্তর জেলার প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে দু'টি করে গ্রাম)।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

পলী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা মডেল দ্রুত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারনের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

ক)	একাডেমী উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার মডেল সম্প্রসারণ;

খ)	গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহে আরডিএ কর্তৃক স্বল্প ব্যয়ের পানি বিশুদ্ধকরণ সিষ্টেমের সম্প্রসারণ;

গ)	পানি সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;

ঘ)	পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (যেমন- সেচ, খাবার পানি, উদ্যান নার্সারী উন্নয়ন, হাঁস-মুরগী পালন, গবাদী পশু পালন, মৎস্যচাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ);

ঙ)	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

চ)	ক্রমবর্ধমান জাতীয় চাহিদা মিটানোর জন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন;

ছ)	কৃষি উৎপাদনে সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিতকরণ;

জ)	উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক সেচ প্রযুক্তির সমন্বয় এবং এর সঠিক মার্কেটিং নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রপ্তানীমুখী গ্রামে পরিণত করা;

ঝ)	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

১.১ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম

১.২ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

- স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ স্থাপন;
- ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন;
- ওভারহেড ট্যাংক (৩০,০০০ লিঃ) নির্মাণ;
- গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন; এবং
- পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন (Optional).

১.৩ প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং সঠিক পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপনের জন্য নির্বাচিত ড্রিলার প্রশিক্ষণ কোর্স এবং প্রকল্প এলাকার জনসাধারণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে নার্সারী স্থাপন কৌশল, শাক-সজবি উৎপাদন কৌশল, গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য বিষয়ক খামার স্থাপন ও কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

১.৪ সীড ক্যাপিটাল

প্রকল্পের আওতায় সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে প্রশিক্ষণোত্তর ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সেহেতু গ্রামে খাওয়ার পানি সরবরাহের নিমিত্ত কোন বাজেট বরাদ্দ থাকে না বিধায়, গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষকে দলভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডভিত্তিক সীড ক্যাপিটেল থেকে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণান্তে ঋণের অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে।

১.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল

- সুফলভোগীদের নিকট থেকে প্রথম কিস্তি বাবদ মূলধন ব্যয়ের ১০% টাকা গ্রহণ;
- বেজলাইন সার্ভে করে Village Resource Book প্রস্তুত করে বেকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা;
- চিহ্নিত বেকার জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত করা; এবং
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের স্থান নির্বাচন;
- অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ।
- আর্সেনিকমুক্ত লেয়ারে ফিল্টার স্থাপন করে নিরাপদ পানি উত্তোলন। আর্সেনিকমুক্ত লেয়ার না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন;
- আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর দল গঠন; এবং
- সীড ক্যাপিটালের মাধ্যমে IGA ভিত্তিক কর্মসংস্থানে মূলধনের যোগান দেয়া।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ডের অগ্রগতি (২০০৫-০৬)

ক্রঃ নং	অংগসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪
১.১	জনবল	১৮	১৩
১.২	প্রশিক্ষণ	৫৪০	১০১৮
১.৩	ওয়ার্কসপ ও সেমিনার	৩	৩
১.৪	গবেষণা, মূল্যায়ন, রিপোর্ট	২	২
২.১	**নির্মান ও পূর্ত**		
	(ক) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (অফিস ভবন)	১৬৮০ বঃ ফুঃ	৬৭২ বঃ ফুঃ
	(খ) প্রায়োগিক গবেষণা	৪	১১
২.২	**সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়**		
	(ক) প্রশিক্ষণ সামগ্রী, কম্পিউটার এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি	৩০	২১
	(খ) মেশিনারী এন্ড ইক্যুইপমেন্ট	-	-
	(গ) যানবাহন ক্রয়	৪	-
	(ঘ) সীড ক্যাপিটাল	৪	১১

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ডের অগ্রগতি (২০০৬-০৭)

ক্রঃ নং	অংগসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪
১.১	জনবল	১৮	১৫
১.২	প্রশিক্ষণ	১০৮০	১৬৩০
১.৩	ওয়ার্কসপ ও সেমিনার	৩	২
১.৪	গবেষণা, মূল্যায়ন, রিপোর্ট	৩	৩
২.১	**নির্মান ও পূর্ত**		
	(ক) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (অফিস ভবন)	১০৭৬ বঃ ফুঃ	১১৭৬ বঃ ফুঃ
	(খ) প্রায়োগিক গবেষণা	১০	১০
২.২	**সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়**		
	(ক) প্রশিক্ষণ সামগ্রী, কম্পিউটার এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি	৯	১
	(খ) মেশিনারী এন্ড ইক্যুইপমেন্ট	-	-
	(গ) যানবাহন ক্রয়	৪	-
	(ঘ) সীড ক্যাপিটাল	৫	৫

প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধাঁসমূহঃ

- প্রকল্পের কর্মকান্ড সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত। কিন্তু প্রকল্পের অধীন যানবাহন ক্রয়ের অনুমোদন না পাওয়ায় প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বাধাঁগ্রস্থ হচ্ছে।
- প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত জনবল (গ্রেড-১ থেকে ১০ পর্যন্ত) নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি।

২) প্রকল্পের নাম ঃ দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ-উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ঃ শুরু ঃ ০১ জুলাই ২০০৬, সমাপ্তঃ ৩০ জুন ২০০৯।

প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৪১৩.৯৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা- ০৪টি, সিলেট পার্বত্য এলাকা- ০২টি, ঢাকা পার্বত্য এলাকা- ০২টি, খুলনা দক্ষিণাঞ্চল- ০২টি এবং বরিশাল দক্ষিণাঞ্চল- ০২টি। মোট ১২টি এলাকায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করে ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা পূরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

এ উদ্দেশ্য সাফল্যজনকভাবে পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

১. সেচ বর্হির্ভত এলাকায় সেচ প্রদানের জন্য ভূ-উপরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস নিশ্চিত করা;

২. গভীর নলকূপের জন্য উপযুক্ত একুইফার সনাক্তকরণে উপযোগী খনন প্রক্রিয়া নির্ধারণ;

৩. ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থা তদারকির জন্য অবজারভেশন কূপ স্থাপন;

৪. সেচাধীন এলাকা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও প্রদর্শন;

৫. দারিদ্র বিমোচন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুফলভোগীর মধ্যে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৬. প্রকল্প এলাকায় সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা; এবং

৭. উপকূলীয় ও পার্বত্যাঞ্চলে উপযোগী শস্য পর্যায় নির্বাচনের মাধ্যমে সফল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

২.১ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম

২.২ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

- স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ স্থাপন;
- ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন;
- ওভারহেড ট্যাংক (চাহিদা মাফিক) নির্মাণ;
- গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন (ঙড়ঃরড়হধষ)।

২.৩ প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং সঠিক পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপনের জন্য নির্বাচিত ড্রিলার প্রশিক্ষণ কোর্স এবং প্রকল্প এলাকার জনসাধারণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে নার্সারী স্থাপন কৌশল, শাক-সজবি উৎপাদন কৌশল, গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য বিষয়ক খামার স্থাপন ও কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২.৪ সীড ক্যাপিটাল

প্রকল্পের আওতায় সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে প্রশিক্ষণোত্তর ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষকে দলভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডভিত্তিক সীড ক্যাপিটাল থেকে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণান্তে ঋণের অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে।

২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল

- সুফলভোগীদের নিকট থেকে প্রথম কিস্তি বাবদ মূলধন ব্যয়ের ১০% টাকা গ্রহণ;
- বেজলাইন সার্ভে করে ঠরষষধমব জবংড়ঁৎপব ইড়ড়শ প্রস্তুত করে বেকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা;
- চিহ্নিত বেকার জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত করা; এবং
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের স্থান নির্বাচন;
- অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ।
- আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর দল গঠন; এবং
- সীড ক্যাপিটালের মাধ্যমে ওএঅ ভিত্তিক কর্মসংস্থানে মূলধনের যোগান দেয়া।

প্রকল্পের মুলকর্মকান্ডের অগ্রগতি (২০০৬-২০০৭)

ক্রঃ নং	অংগসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪
১	জনবল	২৪	১৬
২	সেমিনার ও কন্‌ফারেন্স	১	
৩	পরামর্শক	১	১
৪	ওভারহেড		
৫	বিবিধ		
৬	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়		
	ক) যানবাহন (ভাড়া)		
	খ) মেশিনারী এন্ড ইক্যুইপমেন্ট	১	১
	গ) প্রশিক্ষণ সামগ্রী, কম্পিউটার ইত্যাদি		
	ঘ) আসবাবপত্র		
৭	নির্মান ও পূর্ত (সেচ অবকাঠামো)		
	(ক) পরীক্ষামূলক খনন	১১	১১
	(খ) পর্যবেক্ষণ নলকূপ	৪	৪
	গ) মডেল প্রদর্শনী	২	২
৮	মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয়		
	ক) বেজ লাইন সার্ভে	২	১
	খ) প্রশিক্ষণ ব্যয়	১৫৯	

প্রকল্প বাস্তবায়নে বাঁধাসমূহ

- প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত জনবল (গ্রেড-১ থেকে ১০ পর্যন্ত) নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি ।

৬ । **এডিপি বর্হিভূত বাস্তবায়নাধীন/উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ঃ**

(১) উইমেন-লীড সীড বিজনেস্ প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে যে বীজ ব্যবহার হয় তার প্রায় ৯৫% বীজ আসে কৃষকদের বাড়িতে সংরক্ষিত বীজ থেকে। গ্রামীণ মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ সহায়তার মাধ্যমে এক ধাপ উন্নীত করে বীজ ব্যবসায়ী হিসাবে আত্ম প্রকাশ ঘটানোর প্রয়াসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প/ডানিডার সহোযোগিতায় ২০০৫ সালে ১০০ জন গ্রামীণ মহিলার অংশগ্রহণে প্রকল্পটি বগুড়া জেলার পাঁচটি গ্রামে শুরু হয়েছিল । পরবর্তীতে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে সদস্য সংখ্যা ২২০ জনে উন্নীত হয়েছে ।

এ প্রকল্পের সুর্নিদিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

ক) গ্রামীণ মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বীজ সেক্টরে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা ।

খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে সুযোগ করে দিয়ে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ঃ ২০০৫-২০০৭

অর্থায়ন ঃ ডানিডা

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ঃ সর্বমোট ২৬ লক্ষ টাকা ।

প্রকল্প এলাকা ঃ বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর ও কাহালু উপজেলার ১০ টি গ্রাম ।

অর্জিত সাফল্য ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ জন গ্রামীণ মহিলাকে ৫টি দলে সংগঠিত করে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও বীজ উৎপাদনের উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র বীজ ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তোলা হয় । বাড়িতে বসেই তাঁরা প্রথম বৎসর ৩৫ মে.টন মানসম্মত ধান বীজ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন । পরবর্তী মৌসুমে ২২০ জন গ্রামীণ মহিলার মধ্যে প্রকল্প সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা হলে তারা ৪৯ মে.টন ধান বীজ এবং ০.৬৫ মে.টন সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করেন ।

(২) **গুড সীড ইনশিয়েটিভ (জিএসআই) ইন সাউথ এশিয়া ঃ ডিজিটাল ভিডিও আইসিটি প্রকল্প ঃ**

জিএসআই (GSI) কৃষককেন্দ্রিক বীজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি গ্লোবাল ফোরাম । যুক্তরাজ্যের CABI Bioscience এই ফোরামের সমন্বয়কারী সংগঠন । তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক গ্রামীণ যোগাযোগ মডেল উদ্ভাবন, কৃষক পর্যায়ে বীজ স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান এবং সর্বোপরি আর্ন্তজাতিক যোগাযোগ পুরুস্কার অর্জনের প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, ২০০৫ সালে জিএসআই গ্লোবাল ফোরামের সদস্যপদসহ জিএসআই কর্মসুচী বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে । দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক জিএসআই কর্মসুচী বাস্তবায়নে একাডেমী ইরি (IRRI), ফিলিপাইন; জিএসআই পাকিস্তান, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ, নেপাল ও কম্বোডিয়া ; ইত্যাদি এবং পশ্চিম আফ্রিকা রাইস সেন্টার, বেনীন এর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

ক) জিএসআই গ্লোবাল ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও বিনিময়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বের কৃষকদের বীজ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

খ) বীজ বিষয়ক কৃষকদের উদ্ভাবনী সমূল সংগ্রহ, গবেষণা, ভ্যালিভেশন এবং ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি (ভিডিও) আকারে ধারণ ও প্রচার করা।

বাস্তবায়ন কাল ঃ ২০০৫-২০০৮

অর্থায়নে ঃ সুইডিশ ডেভলপমেন্ট কো-অপারেশন (SDC)

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ঃ ৩০,০০,০০০.০০

উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঃ

১। ধান বীজ উৎপাদন বিষয়ে ৭টি ডিজিটাল ভিডিও তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া ২৫টি টিভি স্পট ও টি ওয়েব পেজ তৈরী করা হয়েছে।

২। ডিজিটাল ভিডিও টিভি স্পটগুলি নিয়মিত বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে। বিটিভির হিসাব অনুযায়ী ইতোমধ্যে ২ মিলিয়ন কৃষক ও গ্রামীণ মহিলা জিএসআই ভিডিওর আওতায় এসেছেন।

(৩) দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সাশ্রয়ী ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে এ ধরনের বহুমাত্রিক পানি সংকট ও অনিশ্চিত সেচ ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তোরনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (ইরি) বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ফিলিপাইনে বিগত ২০০৬ সাল থেকে একটি আন্তর্জাতিক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। International Water Saving Network এর অংশিদার হিসেবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট(ব্রি) বাংলাদেশে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে।

উদ্দেশ ঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফলন না কমিয়ে পানি সাশ্রয়ী ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে-

১. পানি সাশ্রয়ী উচ্চ-ফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবন/চিহ্নিতকরণ ও বিস্তার করা।

২. পানি সাশ্রয়ী ধান উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার করা।

প্রকল্প মেয়াদ ঃ ২০০৬-২০০৮ (৩ বছর)

অর্থায়নে ঃ এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), ম্যানিলা।

প্রকল্পের বাজেট ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন US $ 24,000 (আরডিএ অংশ)

আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ US $ 13,500 (বাংলাদেশ অংশ)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঃ

১. ২০০৭ সালে বোরো মৌসুমে একাডেমী কৃষি গবেষণা ষ্টেশনে ইরি থেকে প্রাপ্ত ৯৩টি পানি সাশ্রয়ী ধানের জাত AWD এবং Aerobic management এ পরীক্ষা করে ২৫টি সম্ভাবনাময় পানি সাশ্রয়ী জাত সাফল্যজনকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই মৌসুমে Weed management গবেষণার আওতায় পানি সাশ্রয়ী ধান চাষাবাদে লাগসই আগাছা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনাও উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে এ সকল গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

২. ২০০৭ সালের বোরো মৌসুমে একাডেমীতে প্রদর্শিত **পর্যবেক্ষন কুপ** দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা ড. সি এস করিম এবং কৃষি সচিব জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ সরেজমিন মাঠ পরিদর্শনপূর্বক সেচ ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে বিষয়টি উথাপন করেছেন। কৃষি সচিব মাঠ পর্যায়ে এ ধারণাটি ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিএডিসিকে নির্দেশনাও প্রদান করেছেন।

২০০৬-২০০৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অনতর্ভূক্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্প সমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাবঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		২০০৬-২০০৭ সালের এডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়					
			মোট (বৈঃ মুঃ)	প্রঃসঃ (টাকায়)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট বরাদ্দের%	টাকা বরাদ্দের%	প্রঃসঃ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)ঃ										
১.	রুরাল লাইভলী হুড প্রকল্প	সং অনুঃ	৩৪৫০০.০০ (২৬১০.১০)	২০৫৭৬.০০ (১৭৯৬১.৯০)	২০৫২.০০	৫৪১.০০	১৫১১.০০	১৬৭৬.২৭ (৮১.৬৯%)	৫৩২.৬৮ (৯৮%)	১১৪৩.৫৯ (৭৫.৬৮%)
২.	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (২য় সংশোধিত	সং অনুঃ	১৪৯৬৬.৭৮ (-)	- (-)	১৬০০.০০	১৬০০.০০	-	১৫৯৭.১৭ (৯৯.৮২%)	১৫৯৭.১৭ (৯৯.৮২%)	-
৩.	অংশীদায়িত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়	অনুঃ	১৮২১.৫৩	১৩২১.৩৪ (-)	২৪০.০০	৯০.০০	১৫০.০০	২২৬.৩৭ (৯৪.৩২%)	৮৮.১৬ (৯৭.৯৬%)	১৩৮.২১ (৯২.১৪%)
৪.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অ-প্রধান শষ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	অনুঃ	১৯৮২.৩৪ (-)	- (-)	৭০০.০০	৭০০.০০	০.০০	৬২৪.৩৪ (৮৯.১৯%)	৬২৪.৩৪ (৮৯.১৯%)	০.০০
৫.	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট নির্মাণ, নরসিংদী	অনুঃ	১০৭৫.৪০ (-)	- (-)	১৭৫.০০	১৭৫.০০	০.০০	৬২.৬৫ (৩৫.৮০%)	৬২.৬৫ (৩৫.৮০%)	০.০০
৬.	সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমুহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	অননুঃ	২৪০৯.২২ (-)	- (-)	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	৫৭০.৬৩ (৯৫.১১%)	৫৭০.৬৩ (৯৫.১১%)	০.০০
৭.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	অনুঃ	৯৮০.০০ (-)	- (-)	৪৪৮.০০	৪৪৮.০০	০.০০	৪৪৪.৩৭ (৯৯.১৯%)	৪৪৪.৩৭ (৯৯.১৯%)	০.০০
৮.	দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে উন্নত সেচ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	অনুঃ	১৪১৩.৯৪ (-)	- (-)	৪৬২.০০	৪৬২.০০	০.০০	৪৫২.৩৪ (৯৭.৯১%)	৪৫২.৩৪ (৯৭.৯১%)	০.০০
৯.	বার্ড এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরনের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	অনুঃ	১৫০০.০০ (-)	- (-)	১০৮.০০	১০৮.০০	০.০০	১০৭.৮৫ (৯৯.৮৭%)	১০৭.৮৫ (৯৯.৮৭%)	০.০০
১০.	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি	অনুঃ	৪৭৫২৪.০০ (-)	৪৬৫৭২.০০ (-)	১০২৩০.০০	৮০.০০	১০১৫০.০০	১০২২৩.০৩ (৯৯.৯৩%)	৬৭.১৮ (৮৩.৯৮%)	১০১৫৫.৮৫ (১০০%)
১১.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি	অনুঃ	২৪৬৫.৩০ (-)	- (-)	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	৪৯৯.৫৬ (৯০.৮৩%)	৪৯৯.৫৬ (৯০.৮৩%)	০.০০
	মোট				১৭১৬৫.০০	৫৩৫৪.০০	১১৮১১.০০	১৬৪৮৪.৪৫ (৯৬.০৪%)	৫০৪৬.৮০ (৯৪.২৬%)	১১৪৩৭.৬৫ (৯৬.৮৪%)